স্রোতের ঢেউ

হরিহর শেঠ

কথা-ভারতী
৩৫নং অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীমনোরঞ্জন নন্দী
কথা-ভারতী
৩৫ অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা।

দাম এক টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীশীতলেন্দু বারিক
আইডিয়াল প্রিণ্টার্স
৩৫ অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

অনাবিল মনে আমার হিত কামনা ভিন্ন যাঁর
আমার প্রতি অন্য ভাব নাই
বলিয়া আমার বিশ্বাস,
সেই আদর্শ চরিত্র, কৃত্রিমতাহীন নীরবকর্ম্মা,
তুলেক্স কলেজের সহকারী পরিচালক
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফটিক লাল দাস বি,এ,
মহাশয়ের হস্তে এই পুস্তকখানি
অর্পিত হইল।

প্রথমবারের নিবেদন

এই সামান্য বইখানি মহাত্মাদের উপদেশ মালার অনুকরণে হয় নাই। এ দীনের সে আস্ফালন নাই। সংসারের পথে চল্‌তে চল্‌তে যখন যেটা দেখেছি বা দেখে ঠেকেছি এবং শিখেছি তখনই সেগুলি মনের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন ক'রে সংগ্রহ করে রেখেছি। উপদেশ ত দূরের কথা, এর মধ্যে হয়ত বাসি, ঝরা, উচ্ছিষ্ট, চর্ব্বিত চর্ব্বণ এমন অনেকও পেতে পারেন, কিন্তু আমার তাতে কি! আমার পথে, আমার জীবনের সঙ্গে যার পরিচয় পেয়েছি, তাই আদর করে রেখেছি এবং আমারই মত কোন জনের জীবনের সঙ্গে কিছু মিলে গিয়ে যদি কাকেও একটু তৃপ্তি দিতে পারে এই মনে করে ইহা প্রকাশ করতে ইচ্ছা হল।

এর মধ্যে তর্ক নাই, দম্ভ নাই, সবগুলিই যে এক একটি সার সত্য তাও হয়ত না হ'তে পারে। হেলায় যা পেয়েছি যেমন পেয়েছি, তেমনই প্রকাশ করলাম। অপরের অতৃপ্তি বা ক্ষতির সৃষ্টি না ক'রে যদি হিত ইচ্ছা নিয়ে নিজ তৃপ্তির জন্য কিছু করি সে জন্য বোধ হয় বেশী কৈফিয়তের আবশ্যক নাই।

বন্ধুগণের নিকট অনুরোধ লেখকের চরিত্রের সঙ্গে মিল

না পেলেই যে লেখাগুলি ভুল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে লেখকের চরিত্রে দোষ বা ত্রুটি আছে এই মনে করে নিয়ে সিদ্ধান্ত কিছু করতে হয় করবেন।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দে বি,এল, এর নিকট এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

চন্দননগর
আশ্বিন. ১৩২৯ সাল। } হরিহর শেঠ

দ্বিতীয়বারের নিবেদন

বইখানি প্রথম প্রকাশের পর প্রায় দুই যুগ চলে গেছে। এই সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ে যে সকল সত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, পূর্ব্বের গুলির আবশ্যকীয় সংস্কার করে তৎসহিত এই গুলির সংযোগে দ্বিগুন অপেক্ষাও বড় আকারে এই সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। যাঁদের জীবন কথা জানলে সাধারণের জীবন গঠনের বা সমসাময়িক ইতিহাস জানবার পক্ষে সহায়তা হয় তাঁরা আত্মজীবনী লিখে যান। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই, মহাশয়ের নিকট উৎসাহিত হয়ে তাঁরই ইঙ্গিতে আমার আজীবনের শিক্ষা যদি কারও কোন কাজে লাগে সেই ভরসায় আমি ইহার পুনর্মুদ্রণে সাহসী হ'লাম। তাঁরই উপদেশে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী করবার উদ্দেশ্যে বড় বড় বাণীগুলি যথাসম্ভব ছোট করবার চেষ্টা করেছি।

বইখানি প্রকাশের পূর্ব্বে মনীষীপ্রবর পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কে-টি, দি-লিট্, মহোদয়কে উহা দেখাইবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি অনুগ্রহ করে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাঁর অভিমত আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধিত হবে এই আশায় উহা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রখানি এই সহিত প্রকাশ করবার লোভ

সংবরণ করতে পারলাম না।

পূর্ব্বে নিবেদনে জানিয়েছিলাম, যা দেখেছি ঠেকেছি এবং শিখেছি সেই গুলিই যত্ন করে গেঁথেছিলাম। এবার তার সঙ্গে যোগ করচি, যা সত্য বলে মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি, সে গুলিও এর মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অবশ্য একথা বলতে পারিনা, যা আমি সত্য বলে গ্রহণ করে থাকি, তা যে সবগুলিই সকল ক্ষেত্রেই সত্য তা নাও হতে পারে।

যদি পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কোন বিশেষ বিষয় অন্বেষণ করতে ইচ্ছা করেন, এ জন্য মূল পুস্তকের আকারের তুলনায় হয়ত কিছু অশোভন হলেও বিষয় বিভাগ করে প্রথমে একটী সূচীপত্র এবং পরিশেষে বিশদ-ভাবে একটী মাতৃকানুক্রমিক শব্দ সূচী সন্নিবেশিত করেছি। এই কাষ্যে দুপ্লেক্স কলেজের সহকারী পরিচালক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাস বি,এ মহাশয়ের নিকট যে সহায়তা পেয়েছি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা এখানে উল্লেখ না করে পারি না।

চন্দননগর,
বৈশাখ ১৩৫৩ সাল।

হরিহর শেঠ।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই, মহোদয়ের পত্র।

ঢাকা, জুলাই ১, ১৯২৩

কল্যাণবরেষু,—

হরিহর বাবু আপনার "স্রোতের ঢেউ" বইখানি পাইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছি, আপনি "স্বনামা পুরুষোধন্য, স্বহস্তার্জ্জিত বিত্ত সম্পৎ।" আপনার মত বাহাদুর লোক খুঁজিয়া মিলা ভার। আপনার জীবনভোরের অভিজ্ঞতা আপনি এই পুস্তকে আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। অতি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। লোকে নিজে না ভুগিয়া বৈদ্য হয় না। পরের অভিজ্ঞতা লইয়া কাজ করে এমন লোক বিরল হইলেও আপনার কথা কেহ ঠেলিতে পারিবে না।

আপনার ছোট ছোট বাণীগুলি যত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে বড় গুলি তত হয় নাই, কারণ সকল রসেরই সার হইতেছে চুটকী, আরও একটু বেশী ভাবিলে বড় গুলিকে ছোট করিয়া লইলে আরও ভাল হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহাই করিবেন।

শুভার্থী—

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্যার শ্রীযদুনাথ সরকার কে-টি, দি-লিট্
মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের রচিত "স্রোতের ঢেউ" আবার ছাপা হইতেছে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি। গ্রন্থকার অতি বিনীত ভাষায় নিবেদন করিয়াছেন যে এই পুস্তিকার কথাগুলি মৌলিক বা গুরুত্বপূর্ণ না হইতে পারে এবং ইহার প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার কোন উচ্চ আশা বা দম্ভ নাই। কিন্তু আমি ইহা পড়িয়া দেখিলাম যে সাহিত্যের দিক থেকে এই পুস্তিকার স্থান উচ্চ এবং নীতির দিক থেকে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান। তাহার কারণ এই যে জীবন স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে আমরা যাহা নিজে অনুভব করি, যে ঘটনা দেখি. তাহা লইয়া স্থির মনে চিন্তা করা জ্ঞানী মানুষের স্বভাব। এই চিন্তার ফল ঘনীভূত ও শক্ত হইয়া এক একটি চির সত্যের আকার ধারণ করে। সর্বদেশে সর্বকালে এইরূপ জীবনের অভিজ্ঞতা সেই জাতির প্রবাদ সৃষ্টি করে, এই Proverbial wisdom সম্বন্ধে সব ভাষাতেই সংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া যায়। যখন এই অভিজ্ঞতার বিরল-চিন্তায় নিষ্কাষিত রস ঘনাইয়া তাহাকে মিছরীর দানার মত শক্ত মসৃণ

এবং চকচকে আকার দেওয়া যায়, তখন তাহা সেই সেই সাহিত্যে অমর হইয়া থাকে। অতি অল্প কথায় শেঠ মহাশয় এই কার্য্য করিয়াছেন।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে এইরূপ "সূত্র" নামক এক শ্রেণীর রচনার সৃষ্টি হয়। তখন কম লোক পড়িতে পারিত এবং লেখার উপাদানও অতি বিরল ছিল, কাজেই নীতিকথা, অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম, ধর্মনীতি সব ছোট ছোট পদে আবদ্ধ করিয়া লোকে স্মরণ করিত। এইরূপ সূত্র বা Maxim সব দেশেই আছে, এবং তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

যিনি কর্মবীর তিনি যখন চিন্তা করেন তাঁহার চিন্তার ফল কল্পনাপ্রিয় লোকের সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হয়। হরিহর শেঠ মহাশয় কর্ম-জীবনের সঙ্গে চিন্তা ও সাহিত্য-সেবার যোগ করিয়া দিয়া যে সূত্রগুলি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে অনেক চির-সত্য, অনেক সমাজ-হিতকর, চিত্তশুদ্ধি, চিত্ত শান্তি-প্রদবাণী দেখিতে পাই। তাঁহার বিধিবদ্ধ বিভাগে এই সব চিন্তাগুলি বেশ কয়েকটি স্বাভাবিক শ্রেণীতে সাজান হইয়াছে, পাঠকের ইহা বিশেষ সহায্য করিবে।

সূত্র শ্রেণীর বাণীগুলির উদ্ভবের কথা মনে রাখিলে শেঠ মহাশয়ের অনেকগুলি চিন্তাকণার সহিত অতীতের

বিদেশী মনস্বীগণের চিন্তাকণার যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা অতি স্বাভাবিক, কারণ ইঁহারা সকলে একই পথের পথিক। যেমন ৩ নং "ঈশ্বরই একমাত্র নির্ভরের বস্তু" এই সত্য সর্বধর্মে সর্বভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। ১২ নং "মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান নাই,"—টেনিসনের "The highest human nature is divine", ২৬২ নং "যে যত ত্যাগী, সে তত স্বাধীন," ঠিক যেন সক্রেটিসের উক্তি "He who has the fewest wants is most like the gods" নং ৩৫৫ যেন আমাদের উপনিষদের "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা" নং ৩৬২ যেন, 'প্রবৃত্তি এসা ভুতানাম্ ইত্যাদি।" নং ৬৫২ যেন "The hand that rocks the cradle……" নং ৭৭৭ "যা সত্য তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না" এটা ঠিক সেই লাটিন প্রবাদ "Truth is great and will prevail" আর কত দৃষ্টান্ত দিব?

এই পুস্তকখানি এক অমূল্য রত্নের কৌটা।

শ্রীযদু নাথ সরকার

১১ই এপ্রেল ১৯৪৬

সূচী পত্র

স্রোতের ঢেউ

ঈশ্বর

১ প্রাণের মধ্যে আকুলতা না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

২ ভগবানকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করা উচিত কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিশেষভাবে কিছু না চাওয়াই ভাল।

৩ নির্ভর যদি করতে হয়, একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারও উপর নয়।

৪ ভগবান সকলেরই সম্বল, তা হলেও যার দেহ শক্তি-হীন, মন তেজোহীন, সে-ই সেটা বেশী করে উপলব্ধি করতে পারে।

৫ দেওয়া বা লওয়ার মালিক ভগবান ভিন্ন আর কেউ নয়।

৬ ভগবানকে শুধু স্মরণ করাই ভাল। যদি প্রার্থনা তাঁর কাছে কিছু করতেই হয়, তবে তাঁর কৃপাই প্রার্থনা করা দরকার।

মানুষ, মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, মানবতা,

৭ মানুষের দেনার ভার অপর সব জীবের তুলনায় অনেক বেশী।

৮ মনুষ্যত্বই সবচেয়ে বড়, ধন-দৌলৎ তার অনেক নীচে।

৯ বাঙ্গলার মানুষ জগতের কোনও দেশের মানুষের চেয়ে হীন নয়।

১০ পরের মন যোগাবার জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে বলি দেওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, কিন্তু অনেক ভাল লোককেও অবস্থাবিশেষে তা' করতে হয়।

১১ মনুষ্যত্বের গৌরব শুধু খেয়ে শুয়ে আমোদ করে কাল কাটানর মধ্যে থাকতে পারে না।

১২ মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান নাই।

১৩ কথা ঠিক রাখা মনুষ্যত্বের একটি প্রধান লক্ষণ।

১৪ রিপুজয়, অকলঙ্ক চরিত্র ও সত্যাশ্রয়ই দেবত্ব।

১৫ মহত্ত্বের কাছে মিথ্যার স্থান নাই।

১৬ মানুষের মহত্ত্বের মাপ পদগৌরবে নয়। মানুষ এত বড় থাকতে পারে যার উপযুক্ত পদ এখনও সৃষ্ট হয় নাই।

১৭ অতি সম্ভ্রান্ত বিদ্বান লোকের ভিতরেও পশুত্ব থাকতে পারে, আবার সামান্য নগণ্য ব্যক্তির মধ্যেও মহত্ত্বের অভাব না থাকতে পারে।

১৮ মহৎ ও ধার্ম্মিকের লক্ষণ দান ধ্যান জপ পূজাতেই নিবদ্ধ নয়; এমন কি কোনও বাহ্যিক লক্ষণই না থাকতে পারে।

১৯ মানুষ-সৃষ্টির জন্য যিনি যত্নবান্ তিনিই শ্রেষ্ঠ-শ্রেণীর মানুষ।

২০ প্রতিভা ও মনুষ্যত্ব এক জিনিষ নয়। একটি থাকলেই অপরটি থাকবে এমন কোনও কথা নাই।

২১ সময় সময় মহত্ত্ব উপলব্ধি করবার জন্য নিজেরও কিছু

মহত্ত্ব থাকার দরকার হয়।

২২ মানুষ যখন নিম্নপথে নামতে থাকে, তখন সেই পথ ছাড়া অন্য পথ সে দেখতে পায় না।

২৩ সুনাম মানুষের অমূল্য সম্পদ।

২৪ মানুষের অনেক বিষয়ের ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় অনেক সময় তার মৃত্যুর পর।

২৫ মানুষের দৃশ্যমান চেহারার ভিতরে একটা অদৃশ্য চেহারাও থাকে।

২৬ পতনই মানুষের পরিসমাপ্তি নয়, পুনরুত্থান খুবই সম্ভবপর।

২৭ দীর্ঘকাল ব্যবহার না করলে মানুষকে চেনা যায় না।

২৮ উই আর ইন্দুর মানুষের পরম শত্রু, তাদের দেখলেই চেনা যায়। কিন্তু উই-ইন্দুর-বৃত্তিধারী এমন মানুষ আছে যাদের চেনা যায় না। তাদের কাছেই সাবধানতা আবশ্যক।

২৯ পার্শ্বচরদের দেখে মানুষ চেনা যায়।

৩০ ভদ্রলোকমাত্রেই যে মনুষ্যত্বসম্পন্ন হবেন এমন

কোনও কথা নাই।

৩১ মানুষ রাজ-রাজেশ্বর সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু হৃদয়বান্ ভদ্রলোক সৃষ্টি করতে পারে না।

৩২ অভাবে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করে।

৩৩ মানুষ এত বড় থাকতে পারে যার যোগ্য উপাধি এখন পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই।

৩৪ উপাধি অনেক মানুষকে লোক-চক্ষে বড় করে সত্য, কিন্তু স্থলবিশেষে উপাধিই মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বড় হয়ে যায়।

৩৫ মানুষের শেষ পরিচয়ই মৃত্যুর পরও কিছু কাল স্থায়ী হয়।

৩৬ স্বাভাবিক অপেক্ষা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই মানুষের ভিতরের পরিচয় কতকটা সঠিক অনুমান করা যায়,

৩৭ কোন কোন লোকের এমন একটা সময় আসতে দেখা যায় যখন হাজার অপকর্ম্ম করেও সে যে শুধু ত্রাণ পায় তাই নয়, সকল কার্য্যেই সাফল্যলাভও করে থাকে।

৩৮ মানুষ এমন কি ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত তার স্বভাব জন্মের সঙ্গে নিয়ে আসে আর মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ে যায়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, সত্যগোপন

৩৯ পাপ পাপই থাকে, নিজের সুখ সুবিধার জন্য তাকে শোধন করে নিতে যাওয়াই ভুল।

৪০ পাপকে শুধু প্রশ্রয় না দেওয়াই যথেষ্ট নয় উহা নির্ম্মূল করা দরকার।

৪১ ধর্ম্মকে দলিত করে কোন কাজই করতে নাই, তা সে যত বড় কাজই হোক।

৪২ বিনা কারণে অনেককে মিথ্যা কথা কইতে দেখা যায়।

৪৩ পাপ পাপই, পুণ্য পুণ্যই।

৪৪ পাপকে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় লুকিয়ে রাখা যায় না।

৪৫ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া আর আগুনকে কাপড় চাপা দিয়ে রাখার পরিণাম প্রায় একই প্রকার।

৪৬ পাপের পথ লৌহ-বেষ্টনীতে রুদ্ধ করা আবশ্যক।

৪৭ অধর্ম্ম না করাই ধর্ম্ম নয়।

৪৮ শুধু কথা বা কাজ থেকেই ধার্ম্মিকের সবটুকু পরিচয় পাওয়া যায় না।

৪৯ পাপ নিরত ব্যক্তি যদি সন্দেহের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে তবে সন্দেহকারীর সে পাপ কখনও অগোচর থাকে না।

৫০ যে মিথ্যা কথা কয় না সে বীর।

৫১ অসত্য হতেও সময় সময় কার্য্যোদ্ধার হয় বটে কিন্তু শেষরক্ষা অনেক সময় হয় না।

৫২ সত্যের উপর যার ভিত্তি নয় সে কাজ যত ভালই হোক তার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

৫৩ মিথ্যা সত্যকে সাময়িকভাবে চাপা দিলেও সত্যের মর্য্যাদা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুন্নই থাকে।

৫৪ চাতুরী, মিথ্যা কথা, কথার খেলাপ, প্রবঞ্চনা সকল ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়, কেবল রাজনীতিতে উহাই বড় জিনিষ।

৫৫ সত্য গোপন করা আর মিথ্যা বলায় বড় বেশী

প্রভেদ নাই।

৫৬ যেখানে সত্যের পূর্ণ বা আংশিক গোপন, সেখানে উদ্দেশ্য সন্দেহজনক।

৫৭ সন্দেহের সীমার মধ্যে এসে পড়লে সত্য গোপনের জন্য চতুরতার আশ্রয় বৃথা।

৫৮ সত্য সময় সময় চাপা পড়লেও তার স্থান সকলের উপর।

৫৯ যে পাপ, যে দোষ, যে ব্যাধি দেখতে বা জানতে পারা যায় না তা' অতি ভীষণ। লুকান যা' কিছু তা-ই খারাপ।

৬০ পাপ ও মিথ্যা কথার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

৬১ অকারণ মিথ্যা বলা স্বভাবটা প্রায়ই দেখা যায়।

৬২ অসত্যকে তর্কের দ্বারা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

৬৩ অভিসন্ধি-ব্যতিরেকে কেহ সত্যকে উল্টাবার চেষ্টা করে না, কিন্তু স্থায়িভাবে তা কখন করা যায় না।

৬৪ অসত্য বা মিথ্যার আসন যেখানে সত্যের উপর,

সাধুজনের পক্ষে সে স্থান পরিত্যাজ্য।

৬৫ যিনি সত্যের সাধক তাঁর কাছে অতৃপ্তি বড় বেশী আসতে পারে না।

৬৬ যা' অসত্য তা' মহৎ হতে পারে না।

৬৭ কাপুরুষরাই সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে।

৬৮ কারও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও কথা কহিতে নাই।

কর্ত্তব্য, ঔচিত্য

৬৯ কর্ত্তব্যপালনই ধর্ম্ম।

৭০ সমাজ, সংসার, জীব, জন্তু, চেতন, অচেতন সকলের কাছেই আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। মানুষ ব'লে যদি গৌরব করতে হয় তবে সকলের পাওনা পরিশোধ করতে আমরা বাধ্য।

৭১ উচিত প্রায় সকল স্থলেই উচিত।

৭২ এক কর্ত্তব্যপালনেই সব ধর্ম্ম পালন করা হয়।

৭৩ কর্ত্তব্যপালন করে' মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করবার কিছু নাই।

৭৪ লোকের সমালোচনায় কর্ণপাত না করে', নিন্দার ভয় না করে', নিজ কর্ত্তব্যপালনজনিত তৃপ্তিতে তুষ্ট হতে পারাই দরকার।

৭৫ কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, তার কোথাও ভয় নাই।

৭৬ নিজের জন্য যে কাজ দোষের, অনেক সময় জাতির জন্য, দেশের জন্য তা' কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৭৭ কর্ত্তব্যে যদি বাধে তা' হলে স্বর্গের কামনাও করা যায় না, ত্যাগের কল্পনাও চলে না।

৭৮ কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির যে তৃপ্তি, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন তা' অনুভব করতে পারবে না।

৭৯ যা' কর্ত্তব্য তা' পালন করবার অধিকার সকলেরই আছে।

৮০ পশুতে আর কর্ত্তব্যবোধহীন মানুষে পার্থক্য বেশী নয়।

৮১ ফললাভ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

সংসার, সমাজ

৮২ যে সংসারে মন জিনিষটা অবহেলিত হয় সেখানে

শান্তির স্থান অল্প।

৮৩ ক্রোধ জীবনযাত্রা ও সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহের অন্যতম অন্তরায়।

৮৪ ক্ষমা সংসার সুনির্ব্বাহের পথের প্রধান সহায়।

৮৫ সংসারের সুখ-দুঃখের অনেকটা কর্ত্তা-গৃহিণীর মনের উপর নির্ভর করে।

৮৬ সংসারে উদ্দেশ্য অপেক্ষা কাজ দেখেই বিচার বেশী সময় হয়ে থাকে।

৮৭ সংসারে নির্দ্দোষী সৎ লোককেও সাংসারিক দুঃখ নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়।

৮৮ সংসারে খুঁটিনাটী স্বাভাবিক, সব বিষয়ে সকলের সঙ্গে সব সময় মিল থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং যিনি আপোষের দ্বারা প্রতিনিয়ত মীমাংসার অন্বেষণ না করেন তাঁকে অশান্তি ভোগ করতেই হয়।

৮৯ অপ্রিয় উচিত কথা শোনাবার প্রবৃত্তিতে অনেক সময় সাংসারিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

৯০ সংসার মানুষের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাস্থল।

৯১ সংসারে কথা যতটা পারা যায় সোজাভাবে লওয়াই ভাল।

৯২ যে গৃহস্বামী পরিজনবর্গের মনে-প্রাণে প্রিয়ভাজন হতে না পারেন তাঁর পক্ষে সংসার-ধর্ম্ম বিড়ম্বনামাত্র।

৯৩ একটু বড় করে' নিয়ে বা পাল্টে নিয়ে ভাবতে পারলে অনেক সময় অনেক অশান্তি থেকে সংসারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

৯৪ সংসারে আপন ওজনমত না চললে অনেক সময় ঠকতে হয়।

৯৫ সংসার ও সমাজে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যথেষ্ট থাকলেও চণ্ডালের দরকারও কম নয়।

৯৬ যে কর্ত্তা বা গৃহিণীর মনের ধারণা, গাম্ভীর্য্য বা মেজাজ না দেখালে তাঁদের কর্ত্তৃত্ব বা গৃহিণীত্ব করা হয় না, তাঁদিগকে সংসার-সুখে অনেকটা বঞ্চিত থাকতে হয়।

৯৭ গৃহস্বামী রিক্ত হয়ে সব দিলেও পরিজনবর্গের কাছে তার ছাড়ান নাই।

৯৮ সংসারে স্নেহের পাত্রদের দোষ নিন্দা আলোচনা বা ভর্ৎসনার সঙ্গে যদি স্নেহের অভাব ঘটে তবে

সে সংসার অসুখেরই আলয় হয়ে উঠে।

৯৯ পঞ্চাশের পর বনে না হউক সংসারেই নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারলে ভাল হয়।

১০০ সাংসারিক লোকের পক্ষে সকল প্রকার আঘাতকে বরণ করে নিতে চেষ্টা করা দরকার।

১০১ জিদ ভাল কাজের জন্য সময় সময় ভাল বটে কিন্তু সংসারক্ষেত্রে অনেক সময় ভাল নয়।

১০২ সংসারে একই বিষয়ে দায়িত্বের অনির্দ্ধারিত ভাগাভাগি থাকায় অনেক সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

১০৩ যিনি সংসারের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন তিনিই আদর্শ সংসারী।

১০৪ যে সংসারের কর্ত্তা, রাগ দুঃখ অভিমান হ'তে মুক্ত হতে পারলেই তা'র ভাল। অন্ততঃ উহাদিগকে মনের মধ্যে রাখার অভ্যাস দরকার।

১০৫ সংসার ও সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে ভাল করবার যুক্তি দিতে অনেককেই শুনা যায়, কিন্তু গঠনের পরামর্শ দিয়ে, ভাঙ্গা যোড়া দিয়ে যে সংসার চালাবার পরামর্শ

দিতে পারে সেই সমাজ বা সংসারের যথার্থ হিত-কারী।

১০৬ সাংসারিক জীবনে ধৈর্য্য মূল্যবান সামগ্রী।

১০৭ যার জীবনে সখ নাই, সাধ নাই, সমাজে তার মূল্য কম।

১০৮ যে সংসারে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী সেখানে ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কোন কোন গৃহস্বামীকে প্রায়ই বিপথ অন্বেষণ করতে হয়।

১০৯ সংসারে যে বিষয়ের কল্যাণ অকল্যাণের জন্য মনে খুঁৎখুঁতুনি থাকে, সেখানে বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক চলে না।

১১০ সংসারে প্রধান পরিজনগণের ভিতর যদি দুই জনের মধ্যেও গভীর মনোমালিন্য থাকে, তবে তার বিষ সকলকে আক্রান্ত করতে পারে।

১১১ সংসারে পরিজনদিগের মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের সহানুভূতি না থাকলে সে সংসার অসুখের আগার হয়ে থাকে।

১১২ সাংসারিক জীবনে সুখ পেতে হলে অপরকে সুখী করা আগে দরকার।

লোকচরিত্র, স্বভাব, চরিত্রবল, দুর্ব্বলতা

১১৩ সন্ন্যাসীর বেশ, হবিষ্য বা ফলমূল আহার, এমন কি সংসার ছেড়ে বনে বাস করা, এ সবই চরিত্র ঠিক রাখার চেয়ে সহজ। চরিত্ররক্ষাই কঠিন।

১১৪ নিতান্ত মিলে মিশে দীর্ঘকাল একত্রে ঘর না করলে লোকের ভিতরটা জানা যায় না।

১১৫ বিশেষ না জেনে কারও চরিত্রসম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।

১১৬ চরিত্রবলই সব চেয়ে বড় বল। উহা না থাকলে মনের বল অনেক সময় থাকে না বা থাকলেও তা প্রায় কার্য্যকরী হয় না।

১১৭ শত্রুর চরিত্রে অনেক গুণ থাকতে পারে এবং মিত্রের চরিত্রেও অনেক দোষ থাকতে পারে, এ দুটাই মনে রাখা দরকার।

১১৮ নিজেকে অক্ষম ও দুর্ব্বল মনে করার চেয়ে বড়

দুর্ব্বলতা খুব কম আছে।

১১৯ অতি বড় পণ্ডিত, ধনবান্‌, বলবানকেও, ভিতরে দুর্ব্বলতা থাকলে, সামান্য জনের কাছে সময় সময় সঙ্কুচিত হ'তে হয়।

১২০ গুণিব্যক্তিদের মধ্যেও কোন দুর্ব্বলতা থাকলে, অনেক সময় তাঁরা কথা ও কাজে ঠিক রাখতে পারেন না।

১২১ অপরাধী সদাই দুর্ব্বল, নির্দ্দোষীর বল অপরিমেয়।

১২২ চরিত্রবল যাঁর নাই তাঁর অন্য গুণ সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাঁর আছে তাঁর অন্য বিশেষ গুণ না থাকলেও সে সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র।

১২৩ যে দুর্ব্বল সেই অভিমানের আশ্রয় বেশী লয়।

১২৪ দুর্ব্বলকেই কি মানুষ, কি ব্যাধি সকলেই চেপে ধরে।

১২৫ স্বভাব শত চেষ্টাতেও শেষ পর্য্যন্ত লুকিয়ে রাখা যায় না।

১২৬ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে পরিণামে দুঃখ পেতেই হয়।

১২৭ দুর্ব্বলতা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক, লুকিয়ে রাখলে পরিণামে ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

১২৮ চাতুরীর দ্বারা দুর্ব্বলতা ঢাকতে যাওয়া ভুল।

১২৯ ঘরের দৈন্য দুর্ব্বলতার কথা বাহিরে প্রকাশ করা ভাল নয়।

১৩০ সংসারে একের দুর্ব্বলতা অপরের কাছে বলায় অনেক সাবধানতার দরকার।

১৩১ যার স্বভাব যেরূপ সে প্রায় সকলকেই সেই মত দেখে।

১৩২ দেহের দৌর্ব্বল্যের চেয়ে মনের দৌর্ব্বল্য বেশী অনিষ্টকর।

১৩৩ আমাদের স্বভাবদোষে অভাবটা আমাদের আরও বেশী করে' পেয়ে বসে। যত অভাব তত ছুটাছুটি।

১৩৪ অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।

১৩৫ আপোষের অন্বেষণ করে দুর্ব্বলই বেশী।

১৩৬ মানুষের স্বাভাবিক আদিম দুর্ব্বলতা বা সংস্কার সহজে যায় না।

১৩৭ অভ্যাসে স্বভাবের ও কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তন—এমন কি যা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য তাহাও সাধ্য হয়।

১৩৮ অলীক কল্পনায় দুঃখ টেনে আনা একটা স্বভাব আছে।

১৩৯ আমি যা নই তাই দেখাবার স্বভাবটা অনেকেরই আছে। এই আত্মপ্রতারণার ফল খারাপই হয়।

১৪০ অনেকেই তাদের দুর্ব্বলতা জানে কিন্তু পরিহার করতে পারে না বা চায় না।

১৪১ স্বভাব কতকটা জন্মের সঙ্গেই বর্ত্তায়।

১৪২ অকারণ মিথ্যে কথা কওয়া একটা স্বভাব।

দয়া, পরোপকার, প্রত্যুপকার, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, ধৈর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

১৪৩ ছোটর লোভ ছাড়তে না পেরে অনেক সময় বড়র আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়।

১৪৪ অযাচিত উপকার যতক্ষণ পারা যায় গ্রহণ না করাই

ভাল।

১৪৫ প্রত্যুপকার বা উপকার পরিশোধ করবার সময় প্রাপ্ত উপকারের শুধু পরিমাণ হিসাব না করে, উহার সময় ও অবস্থা হিসাব করে নিজে কতটা উপকৃত তাই মনে করা দরকার।

১৪৬ অর্থ থাকলেও অবস্থাভেদে সকল উপকারের ঠিক শোধ দেওয়া যায় না।

১৪৭ খুব কম লোকই উপকার ঠিকমত মনে রাখেন।

১৪৮ পরার্থে অনেক কাজ ত্যাগীর পক্ষে যতটা সহজ ভোগীর পক্ষে ততটা নয়; বরং অনেক সময় কঠিন।

১৪৯ বিনামূল্যে অপরের—বিশেষ অনাত্মীয় অবন্ধু লোকের সাহায্য বা উপকার, তা নিজের জন্যই হোক বা পরের জন্যই হোক, যত কম নিতে পারা যায় ততই ভাল।

১৫০ একবার যার উপকার করা হয়েছে, পরে আর না পারলে অনেক সময়ই উপকৃতের কাছ থেকে নিন্দা, ঘৃণা, এমন কি গালাগালি পর্য্যন্ত লাভ হয়।

১৫১ প্রত্যুপকার বা কৃতজ্ঞতা পাবার জন্য যে পথ চেয়ে

থাকে তাকে সময় সময় দুঃখ পেতে হয়।

১৫২ একটা মহাদোষ থাকলেও দুটো সদ্‌গুণ থাকা অসম্ভব নয়।

১৫৩ নিজের প্রতিষ্ঠা-সঙ্কোচের ভয়ে বা অপরের প্রতিষ্ঠা লাভ হবে এই হিংসায় দেশের ভাল কাজে প্রকারান্তরে বাধা দেয় এমন গরল-ভরা মুখমিষ্টি লোকের অভাব নাই।

১৫৪ পরোপকার যেখানে নিজস্বার্থসাধনের অস্ত্র বা সোপানস্বরূপ সেখানে উহাও স্বার্থের রূপান্তর মাত্র।

১৫৫ আশা করা ভাল, লোভ ভাল নয়।

১৫৬ মানুষের খুব বড় শত্রু ক্রোধ, খুব বড় মিত্র ক্ষমা।

১৫৭ কারও উপর রাগ যখন আসে, কেন রাগ করচি এবং না করলে চলে কি না এটা ভাবলে অনেক উপকার হয়। এ কথাটা মনে থাকলে ক্রমে যথা-সময়ে মনে আসবার ব্যবস্থা আপনা-আপনিই হয়।

১৫৮ ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান রিপুর তাড়নায় অনেক সময় ভেসে যায়।

১৫৯ ক্রোধ চরিতার্থ হওয়া অপেক্ষা ক্ষমার উপায় পাওয়ায় শান্তি অধিক।

১৬০ ধৈর্য্য সংসারে একটি মহৌষধ।

১৬১ ধৈর্য্য সফলতা লাভের সহায়ক।

১৬২ উপকারের প্রত্যুপকার বা প্রতিদান যে না করে সে খুবই ভুল করে।

১৬৩ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সংসারের আনন্দ সেতু।

১৬৪ সংসারে সহ্যগুণ অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই গুণের সুযোগ নিতে দেওয়া উচিত নয়।

১৬৫ দ্বেষ, হিংসা ও তজ্জনিত ক্রোধের কাছে যুক্তির স্থান নাই।

১৬৬ ক্রোধের দ্বারা সংসারে ক্ষতি যথেষ্ট হলেও ক্রোধ অপেক্ষা হিংসা, দ্বেষ মন থেকে যেতে সময় অনেক বেশী লাগে।

১৬৭ ক্রোধ আর অভিমান কতকটা প্রায় সমান, শক্তিহীনের পক্ষে যেখানে ক্রোধ সম্ভব নয় সেইখানেই অভিমান।

১৬৮ দেহ মনের মধ্যে রিপুর আগুন জ্বেলে রেখে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে না।

১৬৯ সরলতা মানুষের শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

১৭০ যে কোন একটি রিপুর প্রাবল্যই মানুষের ক্ষতির কারণ হয়, সংসারক্ষেত্রে ক্রোধ ও হিংসায় যত ক্ষতি করে এত আর কিছুতে করে না।

১৭১ হাততালি, প্রশংসা ও খোসামোদের মোহে অনেক গুণবান লোকও নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

১৭২ যা নূতন, যা অপরের, তাই ভাল—এটা মনে করা অনেকেরই স্বভাব।

১৭৩ কাম, ক্রোধ, অর্থ, প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা সময় সময় মানুষকে জ্ঞানহীন করে।

১৭৪ অন্ন বস্ত্রের পরই বোধ হয় নামের মোহ, এতে অনেককে অন্ধ করে।

১৭৫ অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তির মোহ নাই এমন লোক প্রায় দুর্লভ।

১৭৬ পরোপকার, দেশের কাজ প্রভৃতির মূলে যতক্ষণ

আর কিছু লুকান থাকে ততক্ষণ তার মূল্য বড় বেশী নয়।

১৭৭ যে সব ভাল লোককে ভগবান সহ্য করবার ক্ষমতা দেন নাই অথচ সমাজে বা সংসারে আধিপত্য দিয়েছেন তাঁর জীবনভার বহন সময় সময় বিড়ম্বনা মাত্র।

১৭৮ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা সময়, অবস্থা প্রভৃতি হিসাব করে হয় না।

১৭৯ বাহাদুরি প্রকাশের লোভ সংবরণ করা খুব সোজা নয়।

১৮০ যে কোন রিপুর দ্বারা উত্তেজিত ব্যক্তি উহার চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

১৮১ অনেক কিছুর লোভ ছাড়তে পারলেও বাহাদুরিটা না দেখিয়ে থাকতে পারে খুব কম লোকই।

১৮২ সহ্য করে থাকতে পারলে অনেক দুর্য্যোগই কেটে যায়।

১৮৩ ধৈর্য্যই নিরুপায়ের সম্বল।

১৮৪ প্রচণ্ড রাগের সময় অন্ততঃ পনের মিনিট একলা চুপ করে বসে ভাবতে পারলে ভাল হয়।

১৮৫ রিপু মানুষকে দহন করে।

১৮৬ কোন একটা কথা পড়লে তার প্রসঙ্গে যা কিছু জানা আছে অদরকারে, অযাচিতভাবে তা ব্যক্ত করার লোভ সংবরণ করাই ভাল।

কথা, কাজ, দেশের কাজ

১৮৭ কতকগুলি কাজ আছে যা পয়সায় হয় না।

১৮৮ নিজের আয়ত্তের বাহিরে যে কাজ, বাধ্য না হলে তাতে হাত দেওয়া উচিত নয়।

১৮৯ যা করতে বাধ্য নয়, অনুরোধে এমন কোন কাজ কর্‌তে হ'লে মনের সঙ্গে না ভিড়িয়ে নিয়ে তা না করাই ভাল। খাতিরে বা চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ না করাই ভাল।

১৯০ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা ভিন্ন উপস্থিত যুগে কোন বড় কাজ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়,

কিন্তু সেভাবে কাজ করবার জন্য যে ক্ষমতা দরকার তা আমাদের অনেকেরই অভাব।

১৯১ সাধারণের আগ্রহ, চেষ্টা বা সাড়া পেলে দেশের অনেক কাজ অনেকের দ্বারা হ'তে পারে। কিন্তু তা খুব কমই পাওয়া যায়। উহা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যার আছে সেই যথার্থ নেতা।

১৯২ মুখের কথা বলা সবচেয়ে সহজ।

১৯৩ আবশ্যকের বেশী কথা না কওয়াই ভাল।

১৯৪ অনেক সময় অনেক কাজ বাধ্য হয়ে করবার আগে সময় থাকতে করাই ভাল।

১৯৫ কথা মুখ দিয়ে বার করলেই অশান্তি, না করলেও ক্ষতি, এ ব্যাপার সংসারে সময় সময় দেখা যায়।

১৯৬ ঠোক্কর দিয়ে, ঠেস দিয়ে কথা কওয়ায় সংসারে মহা অনিষ্ট হয়।

১৯৭ খুব আবশ্যকীয় কথাও বিশিষ্ট লোকের মুখ থেকে না বেরুলে অনেক সময় অনেকে কাণ দেন না।

১৯৮ কাজ লইবার জন্য পূর্ব্বে যে আগ্রহ থাকে পরে তা

অনেকেই ভুলে যায়।

১৯৯ যে আগ্রহশীলের কথা ও কাজের ঠিক অর্থ বা উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না তার সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে।

২০০ বড় বড় জাহাজ যেখানে পৌছতে পারে না, ছোট ছোট তরী অনায়াসে সেখানে যেতে পারে। অখ্যাত জনের পক্ষে যা সহজ, সম্ভবপর ও শোভন, খ্যাতিপন্নের পক্ষে হয়ত সময় সময় তা অশোভন এমন কি পীড়ার কারণও হতে পারে।

২০১ বক্তৃতা বা কথা থেকে মানুষকে বিচার করতে নাই, কাজ দেখে বিচার করাই ঠিক। আবার বক্তৃতা বা কথা যার কাছ থেকে বেশী পাওয়া যায় না, তার ভিতরেও পদার্থ থাকতে পারে এটা মনে রাখাও দরকার।

২০২ উন্মত্ত আবেগে যাঁরা দেশের বা সাধারণের কাজ করবার জন্য ব্যস্ত, তাঁদের কাছে সাবধান হওয়া উচিত।

২০৩ অপরের সমালোচনা করা যত সহজ, কাজ করা তার

চেয়ে অনেক কঠিন ঃ

২০৪ কর্ম্মকে যে আনন্দের জিনিষ মনে করে, সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী।

২০৫ আন্তরিকতাশূন্য মুখের কথায় বা লোক-দেখান ছুটো কাজ করে দেশের কোন বড় কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

২০৬ সাধারণের কাজে লক্ষ্যে সাফল্যের সহিত উপনীত হবার পর লোকের হাততালিতে আর বেশী অগ্রসর হলে সময় সময় পূর্ব্ব খ্যাতি ম্লান হতেও দেখা যায়।

২০৭ প্রস্তাব করা অনেক সময়ই তত কঠিন নয়, তাকে কার্য্যে পরিণত করাই কঠিন।

২০৮ প্রাণ না চাইলে কোন কাজের ভার না লওয়াই ভাল।

২০৯ কাজ দেখে বিচার করলে অনেক সময় ঠকতে হয়, ইচ্ছা বুঝে বিচার করাই ভাল।

২১০ যে উদ্দেশ্যে কাজ, সেই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য গোপনীয়

স্বার্থ মনে রেখে করলে তা সুসিদ্ধ হয় না। কথায়, চাতুরীতে বা কোন বক্তৃতায় কোন কাজ হয় না। ঐকান্তিকতা ও প্রাণের আবেগ ভিন্ন বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও নিজ গোপনীয় স্বার্থ এমন কি নামের ইচ্ছায় কাজ করলেও তার সাফল্যে সন্দেহ আছে। কাজের জন্য মন, প্রাণ, দেহ বুদ্ধি, অর্থ আবশ্যকমত সবই সমর্পণ করা দরকার, নচেৎ কিছুই হয় না।

২১১ ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ কম লোকই করে বা করতে পারে।

২১২ শেষ উত্তর দেওয়া কাজটি সব সময় খুব সহজ নয়।

২১৩ একটা নীরব দৃষ্টিতে যে কাজ হয় অনেক সময় বহু আয়াসেও তা হয় না।

২১৪ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হলে অনেক সময় পরে ভুগতে হয়।

২১৫ কর্ম্ম কু-ই হোক আর সু-ই হোক, আমরা যা দেখতে পাই, সময় সময় তার পেছনে গুপ্ত অনেক কিছু থাকে যা আমরা জানতেও পারি না।

২১৬ এক দিনের একটি কাজে বা একটি কথায় অনেক সময় মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।

২১৭ পরহস্তগত কাজের সময়সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।

২১৮ বিরুদ্ধ কথা উচিত হলেও খুব কম লোকেরই উহা ভাল লাগে।

২১৯ শুধু বাক্য-যন্ত্রণাই ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট।

২২০ একই কথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অর্থ হয়ে দাঁড়ায়।

২২১ কাজের দ্বারা যন্ত্রণা পাওয়া অপেক্ষা কথার দ্বারা যন্ত্রণা কম মর্ম্মান্তিক নয়।

২২২ যিনি অপরের কথা সহ্য করতে পারেন না, তাঁর শুধু কাজেই নয় অপরের সঙ্গে কথাতেও সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

২২৩ মিষ্ট অথবা কর্কশভাষীয় কথা হতেই তার ভিতরটা ধারণা করে নিলে অনেক সময় ভুল হয়।

২২৪ সভাসমিতিতে যে সব বক্তৃতা বা উপদেশ-বাণী শুনা

যায়, বক্তার সঙ্গে তার মিল না খুঁজতে যাওয়াই ভাল।

২২৫ যেখানে কথা বেশী সেখানে কাজ কম।

২২৬ উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন গোল না থাকলেও কথা কইবার দোষে অনেক সময় মানুষকে লাগে।

সুযোগ, সুবিধা, অসুবিধা, লাভালাভ

২২৭ কোন বিষয় হতে নির্লিপ্ত থেকে তার ভিতরের সুযোগ অন্বেষণ করা ভুল।

২২৮ অবহেলায় যে সুযোগকে যেতে দেয়, অনুতাপ তার সুনিশ্চয়।

২২৯ যেমন বড় আদর্শ ও উদাহরণ আবশ্যক, তেমনই দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের একান্ত কর্ত্তব্য উপায়, সুযোগ ও পথ দেখাইয়া দেওয়া। ইহাতে মুকুলোন্মুখ আশা ফলবতী হয় এবং ইহার অভাবে বিকশিত আশাও শুখায়ে যায়।

২৩০ সময়, সুযোগ একবার চলে গেলে আর তা নাও ফিরে আসতে পারে।

২৩১ ঠকা মাত্রেই লোকসান নয়।

২৩২ যে কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই তা করবার পক্ষে যদি অসুবিধা বা ব্যয় বিশেষ থাকে তবে সে কাজের জন্য অপেক্ষা করায় অনেক সময় পরে লাভই দেখা যায়।

২৩৩ জয়লাভ হলেই যে সকল সময় সকল সাফল্য লাভ হবে তার কোন কথা নাই।

২৩৪ লাভমাত্রেই চিত্তপ্রসন্নতা আনতে পারবে তার কোন কথা নাই।

বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, শিক্ষা, উপদেশ, মতামত, সমালোচনা, মন্তব্য

২৩৫ বর্ত্তমানে শিক্ষার যে সব দোষ দেখা যায় তার মধ্যে মনোবৃত্তি-বিকৃতিই সবচেয়ে ক্ষতিকর।

২৩৬ যেখানেই কোন অযাচিত উপদেশের জন্য ব্যস্ততা, সেইখানেই সাবধানতার দরকার।

২৩৭ বিপরীত মন্তব্য ঠিক হলেও বিশেষ আবশ্যক ব্যতিরেকে তা প্রকাশ না করাই ভাল।

২৩৮ যে বিদ্যায় অভাবকে সৃষ্টি করতে না শিখিয়ে তাহা পূরণ করতে বা তাকে গ্রাহ্য না করতে শিখায় সেই বিদ্যাই গ্রহণীয়।

২৩৯ আবশ্যক ব্যতিরেকে কোন মতামত প্রকাশ না করাই ভাল।

২৪০ মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারলে পুরুষদের কাজ অনেক হালকা হয়, দায়িত্ব অনেক কমে যায়, সহ্যের সীমাও ক্রমে কমান চলে।

২৪১ নিজের দোষের কথা বা বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনেই যে ক্রোধান্বিত হয় সে ভুল করে।

২৪২ পরের কাছে যে বিক্রীত বিবেক অনেক সময় তার পীড়ার কারণ হয়।

২৪৩ ধন, যৌবন ও প্রভুত্ব বিবেককে ভুলিয়ে দেয়।

২৪৪ কেহ মোহে আচ্ছন্ন থাকলে বা স্বার্থে জড়িত থাকলে সত্য অপ্রিয় সমালোচনা এমন কি কটু নিন্দাও কর্ণে প্রবেশ করে না।

২৪৫ বিবেক ও কাজের মধ্যে যাঁর সামঞ্জস্যের অভাব হয় না, তিনি সৌভাগ্যবান।

২৪৬ বিবেকই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা।

২৪৭ সুশিক্ষাই মানুষের পরম সম্পদ।

২৪৮ যার সম্বন্ধে সমালোচনা বেশী হয়, এমন কি নিন্দাও হয়ে থাকে, তার ভিতরে কিছু পদার্থ আছে বুঝতে হবে।

২৪৯ কোন অভিমত প্রকাশ করবার আগে বা মনে মনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে বিশেষ ভেবে দেখা উচিত।

২৫০ বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, বল—এ সবের মূল্য অধুনা জামাই বা জামাইয়ের বাপের কাছে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নাই।

২৫১ নিজের অভাবের জন্য বিবেককে সরিয়ে রেখে সংসারের পথে বিচরণ করার চেয়ে বিড়ম্বনা আর নাই। অবস্থা ভেদে অনেককে এ কাজ করতে হ'লেও ইহা দাস মনোবৃত্তির একটি অন্যতম লক্ষণ।

২৫২ দশটী উপদেশ বাক্যে যা না হয়, একটি উদাহরণে অনেক সময় তার চেয়ে বেশী কাজ হয়।

২৫৩ দেখা যায়, অনেক সময় অভাবগ্রস্তকে সদুপদেশ দিতে যাওয়া তাঁদেরই ভাল যাঁরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

২৫৪ ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধির জন্য মণি রত্নেরও যেমন সংস্কার দরকার, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য তেমনই মানুষেরও শিক্ষার দরকার।

২৫৫ অতি অকিঞ্চিৎকর থেকেও শিক্ষা পাবার থাকতে পারে।

২৫৬ যে শিক্ষায় অসত্যকে বর্জ্জন করতে শেখায় সেই শিক্ষাই শিক্ষা।

২৫৭ বাধা পেয়ে যে শিক্ষালাভ হয় তাই সবচেয়ে হৃদয়ে গেঁথে যায়।

২৫৮ দলপাকান কারও সঙ্গেই ভাল নয় শুধু বিবেকের সঙ্গে ছাড়া।

২৫৯ দুঃখ পেয়ে যে শিক্ষা হয় তা কখন ভুলা যায় না।

২৬০ অপরের ঐশ্বর্য্য, সামর্থ্য ও বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে বিশেষ জানা না থাকলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা ঠিক নয়।

স্বাধীনতা, পরাধীনতা

২৬১ পরের চাকরী করলেই যে তার স্বাধীনতা যাবে এমন কোন কথা নাই।

২৬২ যে যত ত্যাগী সে তত স্বাধীন, যে যত ভোগবিলাসী সে তত পরাধীন।

২৬৩ অধীন প্রায় সকলেই, তা সমগ্র মানবেরই হোক, আর একটি প্রভু বা একটি ছোট মেয়েরই হোক। অবশ্য পার্থক্য অনেক।

২৬৪ কারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে তার উপকার করাটা যথার্থ হিতৈষীর কাজ নয়।

২৬৫ যে যত বেশী লোক নিয়ে কাজ করে সে তত বেশী পরাধীন। দাস দাসী অধীনের লোক হ'লেও প্রভুকেও সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন করে।

২৬৬ স্বাধীনতা দেওয়ার জিনিষ নয়, উহা অর্জ্জন করে পেতে হয়।

২৬৭ যে যত বিলাসী সে তত পরাধীন।

ব্যবসা

২৬৮ অন্যের বিশেষ প্রত্যাশা করে ব্যবসা বা অন্য কাজে ব্রতী না হওয়াই ভাল।

২৬৯ ব্যবসার উন্নতির পক্ষে এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যাপ্ত নয়, কিছু কাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে ব্যবসায়ীকে একটু ছোট চ'খে দেখিত।

২৭০ ব্যবসাক্ষেত্রে দাঁড়াবার পথে যে প্রথমে প্রধান সূত্র বা অবলম্বন থাকে, কিছুদিন পরে তার কাছেই তার ব্যবসায়ের লাভালাভ প্রভৃতির কথা গোপনের চেষ্টা করে, এরূপ লোক অনেক দেখা যায়।

২৭১ ব্যবসার মূলধন টাকা নহে, কর্ম্মপটুতা ও সাধুতাই যথার্থ মূলধন।

২৭২ সততাই ব্যবসায়ীর শ্রেষ্ঠ সম্বল।

২৭৩ কি ব্যবসা কি অন্য কোন নূতন কাজে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে কি ক্ষতি বা অসুবিধা হতে পারে সেটা ভেবে তাতে প্রবৃত্ত হলে ভালই হয়।

অর্থ, দেনা, পাওনা, দাতা, গ্রহীতা, অভাব ও দারিদ্র্য

২৭৪ যেখানে যত অভাব সেখানে তত দৌড়াদৌড়ি, তত অশান্তি। ছাগ, মেষ, গাভী এদের অভাব কম সেই জন্যই বাঘ, শৃগাল, সিংহের চেয়ে এরা শান্ত।

২৭৫ অভাব দুঃখের অন্যতম কারণ।

২৭৬ গ্রহীতা সকল অবস্থাতেই দাতার কাছে নিম্ন পদবীতে থাকে।

২৭৭ পরের দেয়টা অপেক্ষা নিজের প্রাপ্যটাই অনেক সময় বেশী লক্ষ্যের বিষয় হওয়া ভাল।

২৭৮ পরের কর্ত্তব্যের সঙ্গে নিজের কর্ত্তব্যের তুলনা না করাই ভাল। পরের দেনা পাওনা না দেখে নিজের দেনা পাওনা বুঝিয়া দেখা ভাল।

২৭৯ গ্রহীতা দাতার কাছে প্রায় সর্ব্বদাই নিজেকে ছোট মনে করে।

২৮০ অনুগ্রহ বা দান গ্রহীতার মত দুঃখী খুব কমই আছে।

২৮১ যে চায় না সেই পায়, যে চায় সেই পায় না, এ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

২৮২ অর্থের ক্ষমতা অনেক স্থলেই খুব বেশী হলেও সকল স্থলে নয়।

২৮৩ প্রাপ্য টাকা তা আত্মীয় বন্ধু যার কাছ থেকেই হোক, হাতে না আসা পর্য্যন্ত তা হিসাবের মধ্যে না আনাই শ্রেয়।

২৮৪ আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে টাকা কড়ি সংক্রান্ত ব্যবহার করবার আগেই যা কিছু ভাবা উচিত।

২৮৫ দাতার দান করেই ছুটি, কর্ত্তব্যপরায়ণ গ্রহীতার দায়িত্ব দীর্ঘস্থায়ী।

২৮৬ অর্থই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ নয়।

২৮৭ অর্থের প্রভুত্ব অধীনের অন্তরে কখন স্থায়ী দাগ এঁকে দিতে পারে না।

২৮৮ দাতা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু কারও চেষ্টা বা কর্ম্মের দ্বারা যদি দানপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়ে থাকে বা দান করবার অবস্থা আনীত হয়, তাঁরই বেশী ধন্যবাদ পাওয়া উচিত।

২৮৯ অভাবের সৃষ্টিই অনেক অনিষ্টের মূল। কিন্তু স্বভাব অনেকের তাই।

২৯০ অভাব অনেক উৎকৃষ্ট গুণকেও ফোটবার অবসর দেয় না।

২৯১ যার যত আছে তার তত অভাব।

২৯২ যেখানে গ্রহীতার দান গ্রহণে দাতা উপকৃত বা কৃতার্থ বোধ করেন, সেখানে গ্রহীতার স্থান নীচে নয়।

২৯৩ টাকা থাকতেও দেয় পরিশোধ না করা এটা অনেকের স্বভাব।

২৯৪ অসচ্ছল আত্মীয় বন্ধুদের অর্থ সাহায্য করতে হলে ফেরৎ পাবার প্রত্যাশা না রাখতে পারলেই ভাল।

২৯৫ সচ্ছলতা মানুষকে তুলতে যতটা না পারে, অভাবে মানুষকে হীন করতে তার অপেক্ষা বেশী পারে।

২৯৬ কিছু পেতে হলে কিছু দিতেই হয়।

২৯৭ বিনামূল্যে জগতে কিছুই পাওয়া যায় না। অর্থের বিনিময়ে পাওয়াই সবচেয়ে সহজ।

২৯৮ অর্থ বহু প্রকারে সম্ভ্রম এনে দেয়, কিন্তু অর্থবান বলেই শুধু যে খ্যাতি তাহাই নিকৃষ্টতম।

২৯৯ অর্থের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক বিষয়ে অনেক বড় লোককেও সামান্য হীন বৃত্তি হতে মুক্ত নয় দেখা যায়।

৩০০ দারিদ্র্য কখন হীনতাব্যঞ্জক নয়, তার মধ্যেও একটা গৌরব আছে।

৩০১ মিতব্যয়ী না হলে অর্থ রাখতে পারে না।

৩০২ অর্থোপার্জ্জনের জন্য টাকাই সর্ব্বপ্রধান উপকরণ নয়, নিজেকে অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী গুণসম্পন্ন করাই প্রথম আবশ্যক।

৩০৩ অর্থাদি দান অনেক ক্ষেত্রে দানই নয়, একের পরিবর্ত্তে প্রকারান্তরে অন্য-কিছু খরিদ করা মাত্র।

প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, বন্ধুত্ব, দাসত্ব

৩০৪ প্রভুত্বের মোহ কম নয়, কিন্তু জ্বালাও ততোধিক।

৩০৫ বিবেকহীন লোকের প্রভুত্বলাভে সময় সময় পীড়ার কারণ হয়।

৩০৬ কর্ত্তৃত্বভার যাঁর উপর ন্যস্ত থাকে তাঁর পক্ষে লোকপ্রিয় হওয়া বহু সাধনা সাপেক্ষ।

৩০৭ অযথা কর্ত্তৃত্ব বা গৃহিণীপণা অনেক সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

৩০৮ রহস্য বিদ্রূপে বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে।

৩০৯ যেখানে মূর্খের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার সেখানে অশান্তি পদে পদে।

৩১০ বন্ধুত্ব অর্থ-বিনিময়ে পাওয়া যায় না।

৩১১ প্রভুত্ব বিবেকহীনের কাছে অভিসম্পাতস্বরূপ।

৩১২ যত রকম দাসত্ব আছে তন্মধ্যে রিপুর দাসত্বেই মানুষ সবচেয়ে নষ্ট হয়।

৩১৩ বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখতে হলে সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

৩১৪ অকপট বন্ধুত্ব স্বর্গের বস্তু।

৩১৫ যে কোন কর্ম্মক্ষেত্র যেখানে সহযোগিতা নাই সেখানে প্রায় প্রভুত্বের অনুশাসন থাকে।

জ্ঞান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞতা, মূর্খ, অলস, সজ্জন, দুর্জ্জন

৩১৬ অনেক অজ্ঞলোক এবং অজ্ঞলোকেরাই বিশেষতঃ নিজেকে সবজান্তা বলে মনে করে দেখা যায়।

৩১৭ মূর্খের কাছে তত্ত্বকথা না কওয়াই ভাল, বিশেষ যদি সে মূর্খ লোকেরা সম্পর্কে বা বয়সে বড় হন।

৩১৮ মূর্খ লোক যদি উচ্চ পদবীতে থাকে তবে সাধ্যমত তাদের সংশ্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়, নচেৎ তাদের কাছে নীরব থাকাই ভাল।

৩১৯ মূর্খের কাছে দর্শন, বিজ্ঞান এসবের কোন মূল্য নাই।

৩২০ মূর্খ যেমন নির্ভয়ে দ্বিধাশূন্যভাবে সব বিষয়ের উত্তর দিয়ে থাকে জ্ঞানবান তত সহজে পারে না।

৩২১ মূর্খ জেনে তার সঙ্গে তর্ক করায় মূর্খতাই প্রকাশ পায়।

৩২২ মূর্খকে নিয়ে ঘর করা মহাপাপ।

৩২৩ যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি অধিক কথা কইতে বিরত থাকেন।

৩২৪ যে যত ভিতরে খাঁটি সে তত শক্তিমান।

৩২৫ দুর্জ্জন থেকে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য।

৩২৬ দুর্জ্জনকে কখন বিশ্বাস করা চলে না।

৩২৭ যে যতটা ভিতরে দাগী সে ততটা দুর্ব্বল।

৩২৮ মস্ত জ্ঞানীর চক্ষুও সময় সময় তার অপছন্দের লোকের গুণ দেখতে পায় না।

৩২৯ বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা কাম্য কিন্তু বার্দ্ধক্যের চরম পরিণতি কেহ চায় না।

৩৩০ মূর্খজনকে বেশী প্রশ্রয় দিলে পরে অনেক সময় তাকে সামলান কঠিন হয়ে উঠে।

৩৩১ কর্ম্ম-বিমুখ লোকের বাক্‌পটুতা কখন শোভন হয় না।

৩৩২ শতবৎসরের বনস্পতি যেমন কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতে একদিনে ভূমিসাৎ হয়, সেইরূপ পণ্ডিতের সুচিন্তিত যুক্তিতর্ক মূর্খের কাছে এক কথায় ভেসে যায়।

৩৩৩ আমার জানাই যে শেষ কথা নয় এটা অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই।

৩৩৪ পণ্ডিতের কাছে লাঞ্ছনা মূর্খের সঙ্গ অপেক্ষা ভাল।

৩৩৫ মূর্খের প্রথম জ্ঞানলাভ হয় সেইদিন যেদিন থেকে সে বুঝতে শেখে যে সে জ্ঞানহীন।

৩৩৬ জ্ঞান যত বাড়ে জ্ঞানের পিপাসা ততই বাড়তে থাকে।

৩৩৭ অভিজ্ঞতায় বিচারশক্তি বাড়ে।

৩৩৮ ভুলশূন্য লোক হলেই যে মস্ত জ্ঞানবান হবেন এমন কোন কথা নাই।

৩৩৯ অসৎ লোককে প্রায় সৎলোকের শত্রু হতে দেখা যায়।

৩৪০ মূর্খের অন্যান্য দোষের মধ্যে স্বেচ্ছায় অপ্রয়োজনে তার নিজ বুদ্ধি চালান একটা মহা দোষ।

নাম, যশ, মান, বংশগৌরব

৩৪১ যশ আসতে পারে শত পথ দিয়ে, যাবার জন্য একটা পথই যথেষ্ট।

৩৪২ পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব এবং গ্লানি অনেকের অভ্যন্তরীন ইষ্টের অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী করে।

৩৪৩ ভিক্ষার দ্বারা বা টাকা দিয়ে যে সম্মান পাওয়া যায় তার কোন মূল্য নাই। সেরূপ যে করে সে ঘৃণার পাত্র।

৩৪৪ নিজের জীবনে যদি গৌরবের কিছু না থাকে শুধু পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করা ভুল।

৩৪৫ বহু যশে যশস্বীও সময়ে সময়ে সামান্য একটু যশের লোভ ছাড়তে পারে না।

৩৪৬ মান অভিমান লাঞ্ছনার ভয় নিয়ে ভিক্ষার্থী বা প্রার্থীর থাকা চলে না।

৩৪৭ নষ্ট সম্মান ফিরে পাওয়া বহু প্রায়শ্চিত্ত সাপেক্ষ।

৩৪৮ সাধু ও বীরের সম্মান সর্ব্বত্র।

৩৪৯ যশ মাত্রই যে গুণ থেকে উদ্ভব হয়ে থাকে তা নয়।

৩৫০ নাম যশের ভারবহনের জন্য শক্তি আবশ্যক।

৩৫১ মৃত্যুর পরই যশের যথার্থ পরিচয়।

৩৫২ যাঁদের বাসনা থাকে পৃথিবী থেকে ছেড়ে যাবার পর স্বর্গ বা মুক্তি, তাঁদের মধ্যেও অনেকে একান্ত লালসা-সম্পন্ন থাকেন এখানে রেখে যাবার জন্য তাঁদের যশ।

৩৫৩ অনেক কিছু সৎকাজের পেছনে থাকে নাম, যশ বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা।

ত্যাগ, ভোগ, ভুল, উন্নতি, অবনতি, বিপদ, সম্পদ, সাফল্য, অসাফল্য

৩৫৪ একটা বেশী বড়র আশায় কোন একটা ছোট ত্যাগ করা কিছু বড় কাজ নয়, সেটা ত্যাগই নয়।

৩৫৫ সংগ্রহের তৃপ্তির চেয়ে ত্যাগের তৃপ্তি অনেক বেশী।

৩৫৬ ত্যাগই একমাত্র ঔষধ যাতে অনেক জ্বালা কমতে পারে।

৩৫৭ মুহূর্ত্তের ভুলে আজন্ম অর্জ্জিত সুকৃতি সুনাম নষ্ট হতে পারে।

৩৫৮ পরস্পর সাহায্য, সহানুভূতি, সমন্বয় এই সব উন্নতির উপায়, ইহা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি দুরূহ।

৩৫৯ সামর্থ্যের অপচয় উন্নতির পরিপন্থী।

৩৬০ যতটা না হলে চলে না, ততটা না নিয়ে কাজে হাত দিলে সাফল্য আশা করা ভুল।

৩৬১ যে দৈব বিপদ হ'তে মুক্তির উপায় নাই তাতে বিহ্বল না হওয়াই বিবেচকের কাজ।

৩৬২ ভোগ মানুষকে প্রবৃত্তির পথে এগিয়ে দেয় আর ত্যাগ নিবৃত্তির পথে নিয়ে যায়।

৩৬৩ ভোগের স্পৃহা যে ত্যাগ করতে পারে সেই প্রকৃত ত্যাগী।

৩৬৪ ভুল যাঁর হয় তিনি মহৎ, নিজের ভুল যিনি দেখতে পান না তিনি অধম, আর ভুল বুঝেও যিনি কোন মতেই স্বীকার করতে চান না তিনি হীন।

৩৬৫ মানুষের চরিত্রের যে দিকটা সপ্রকাশ নাই বা যে দিকের পরিচয় জানা নাই, সে দিকটা যে দুর্ব্বল, ক্ষীণ বা মসীলিপ্ত এটা ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল।

আদর্শ

৩৬৬ আদর্শ বড় ও মহৎ হওয়া দরকার, তা ভিন্ন বড় হওয়া যায় না।

৩৬৭ যে আদর্শ কোন আদর্শের বিরোধী সে ভাল আদর্শ নয়।

৩৬৮ আদর্শ ও লক্ষ্য অপেক্ষা এগিয়ে যাওয়া যায় না।

৩৬৯ আদর্শ বা উদ্দেশ্য সম্মুখে না রেখে কোন বিশেষ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

সৎ, অসৎ, মহৎ, নীতি, ন্যায়, অন্যায়, ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, দুর্নীতি

৩৭০ দুর্নীতি যে রকম আবরণেই ঢাকা থাক উহা সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

৩৭১ ভাল লোক বলে পরিচিত এমন সব লোকের মধ্যেও স্বার্থের জন্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে অনেককে দেখা যায়।

৩৭২ এক নৈতিক সম্পদের অভাবে অনেকের অনেক গুণ ফুটিবার অবসর পায় না, অনেক ক্ষমতাও কার্য্যকরী হয় না।

৩৭৩ অন্যায় অপকর্ম্মের নিন্দার জন্য প্রস্তুত থাকাই দরকার, সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত উচিত। অপর সৎ-কার্য্যের দ্বারা তাহার শোধ সহজে হয় না।

৩৭৪ স্বার্থের জন্য যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, সে সমাজের শত্রু।

৩৭৫ শত্রুর গুণ এবং মিত্রের দোষ অনেকে দেখতে পায় না।

৩৭৬ কি ঠিক কি অঠিক, কি ভাল আর কি মন্দ, বহু ক্ষেত্রে ফল দেখবার পূর্ব্বে তা বুঝা যায় না।

৩৭৭ একই কথা বা কাজ কারও পক্ষে দোষের, কারও পক্ষে গুণের।

৩৭৮ মানুষ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি সকলের ভিতর যাহার যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করা উচিত। মন্দ যা আছে তা ভাল করবার উপায় থাকলে সে চেষ্টা করা নচেৎ সে বিষয় উপেক্ষা করাই ভাল। তাহা লইয়া আন্দোলন বা বিতণ্ডা না করাই কর্ত্তব্য।

৩৭৯ ইষ্ট বা অনিষ্ট করবার একমাত্র মালিক ভগবান, মানুষ উপলক্ষ মাত্র। প্রত্যাশা যদি করতে হয় একমাত্র ভগবানের কাছে করাই চলতে পারে।

৩৮০ একের পক্ষে যা ন্যায় কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে তা অন্যায় অকর্ত্তব্য এ অনেক সময়ে দেখা যায়।

৩৮১ একই অপরাধ একের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় এবং অপরের পক্ষে নিন্দার কারণ হয়।

৩৮২ যেখানে নীতি ও আইনের দ্বন্দ্ব, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সেখানে নীতিকেই মেনে লয়।

৩৮৩ নীতি ও ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী নয়।

৩৮৪ নিজের যা ভাল লাগে অপরের তা না লাগতেও পারে এটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই।

৩৮৫ গৃহস্বামীর শত সাফল্যের মধ্যে একটীমাত্র ত্রুটিও ক্ষমার্হ না হতে পারে এটা তাঁর সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার।

৩৮৬ অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধে শান্তি আসে না।

৩৮৭ অন্যায়, দুর্নীতি ও অত্যাচারের সঙ্গে যে সন্ধি বা আপোষ করতে ব্যস্ত, তার নিশ্চয়ই কোন গোপন স্বার্থ থাকে।

৩৮৮ দুর্নীতি সব সময়েই দুর্নীতি।

৩৮৯ অনেকেই সবচেয়ে বেশী দেখতে পায় অপরের দোষ, সবচেয়ে কম দেখতে পায় নিজের দোষ।

৩৯০ লুকোচুরি অনেক স্থলেই ভাল নয়।

৩৯১ অন্যায় অপকর্ম্ম সৎকার্য্যের জন্য হলেও করা উচিত নয় এবং করলেও তা প্রায় লুকান থাকে না।

৩৯২ সংসারে পরের মুখ চাইতে গিয়ে অনেক অন্যায়ই প্রশ্রয় পেতে দেখা যায়।

৩৯৩ সংসারে একের দোষ অপরের কাছে আলোচনায় সাবধানতার প্রয়োজন।

৩৯৪ খারাপের মধ্যেও ভাল থাকা বিচিত্র নয়।

৩৯৫ অদৃষ্ট যার সুপ্রসন্ন তার অনেক দোষ ত্রুটিই ভেসে যায়।

৩৯৬ এম-এ বি-এ আর সৎ অসৎ এক নয়।

৩৯৭ যে নিজে অসৎ সে অসৎকে প্রশ্রয় দেয়।

৩৯৮ গৃহস্বামী, প্রভু ও প্রতিপালকের যে দোষ-ত্রুটি-শূন্য হওয়া দরকার এটা অনেক সময় তাঁরা ভুলে যান।

৩৯৯ শুধু ঐকান্তিকতা, অকপটতা এই দুটি গুণ থাকলেই অন্য অনেক দোষ ঢেকে যায়।

৪০০ দোষ, ত্রুটি, দুর্ব্বলতা স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, তার

প্রতিকার বা সংশোধন আবশ্যক।

৪০১ নাটক উপন্যাসের মধ্যে ভালটা খুব কম লোকই গ্রহণ করে কিন্তু খারাপটা অজ্ঞাতে মনের মধ্যে বাসা বাঁধে।

৪০২ অনেক সময় একের অন্যের প্রতি অত্যাচার পীড়ন দেখে প্রকৃত উহা অন্যায় আচরণ কিনা, বা কি দোষের জন্য উহা, তা না ভেবেই প্রায় একটা ন্যায় অন্যায়ের সিদ্ধান্ত করা হয়। সেটা ঠিক নয়।

৪০৩ যে প্রকৃত সাধু তার গোপন করবার কিছু থাকে না।

৪০৪ যিনি রিপুজয়ী ও সত্যাশ্রয়ী তিনিই প্রকৃত মহৎ।

৪০৫ অপরের নিজস্ব বেতনভোগী দাসদাসী বা কর্ম্মচারী দ্বারা গোপনে অর্থবিনিময়ে নিজকাজ করাইয়া লওয়া অন্যায় কাজ।

আশা, প্রত্যাশা, সাধ, আকাঙ্ক্ষা, পরমুখাপেক্ষিতা

৪০৬ আশা বা বাসনা যতটা, ফল তার চেয়ে বেশী পাওয়া যায় না।

৪০৭ কি সমাজে কি সংসারে যে যত বড় পরপ্রত্যাশী, তা পয়সার পরিবর্ত্তে হলেও, সে তত কষ্ট পায়।

৪০৮ যে আকাঙ্ক্ষার কথা নিঃসঙ্কোচে অপরকে বলা যায় না সে আকাঙ্ক্ষা যত শীঘ্র পারা যায় মন থেকে তাড়ানই ভাল।

৪০৯ আকাঙ্ক্ষা যত কমাতে পারা যায় ততই ভাল, দেহের তৃপ্তির জন্য নব নব আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি মোটেই ভাল নয়।

৪১০ যার কাছ থেকে যা পাওয়া সম্ভব নয়, নিজের দরকারের সময় সেটা ভুলে গিয়ে তার কাছ থেকে তা আশা করা ঠিক নয়।

৪১১ আশাটা কম করাই ভাল।

৪১২ প্রত্যাশীর পক্ষে মনুষ্যত্ব রক্ষা করে চলা অনেক সময় অসম্ভব হয়।

৪১৩ নিজের বোঝা বইবার জন্য যাঁকে পরের মুখের দিকে চাইতে হয় সে দুর্ভাগা।

৪১৪ যে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ আশা করেন যে তাঁর পরিজনবর্গ

তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা সম্যক বুঝবেন তিনি ভ্রান্ত।

৪১৫ প্রাপ্য অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা বেশী করা অনেকেরই স্বভাব।

৪১৬ পর-প্রত্যাশীর অপেক্ষা মন্দভাগ্য খুব কমই দেখা যায়।

৪১৭ যা নিজ এক্তারের বাইরে, শুধু পরের ভরসায় তেমন কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়া বিবেচনার কাজ নয়।

৪১৮ যার যত আছে তার তত আকাঙ্ক্ষা।

৪১৯ প্রাপ্য বা আকাঙ্ক্ষার অধিক দেওয়ায় অনেক সময় অসুবিধার কারণ হয়।

৪২০ যে মন্দ সে ভাল সেজে বেশী দিন পরের চখে ধুলা দিতে পারে না।

৪২১ পরমুখাপেক্ষীর পক্ষে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা সব সময় সম্ভব হয় না।

৪২২ আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক হলে চেষ্টার সাফল্য সুনিশ্চিত।

৪২৩ সাধ সব সময়ই প্রায় সাধ্যের চেয়ে এগিয়ে থাকে।

৪২৪ আশা চলে গেলে আর চেষ্টা থাকে না।

৪২৫ উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে বড় হওয়া যায় না।

৪২৬ রম্য মাত্রই কাম্য হওয়া উচিত নয়।

পরের সহিত আচরণ, পরকে আঘাত, আলাপ

৪২৭ অপরের অনুরোধে, স্বার্থের জন্য, লোভে বা অর্থের বিনিময়ে পরহিতব্রত পালন হয় না। দরকার প্রাণ।

৪২৮ যে কথায়, যে আচরণে আমাদের কষ্ট হয়, সেই কথা বা সেই আচরণে যে অন্যেরও সেই কষ্ট হতে পারে তা অনেক সময় মনে থাকে না।

৪২৯ কারও অন্তরে আঘাত না দেওয়াই ভাল।

৪৩০ পরের কথা, পরের আলোচনাই সাধারণ লোকের বেশী আদরের। উহাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী।

৪৩১ অপরের প্রতি কুভাব, মনে পোষণ করার চেয়ে প্রকাশ করাই ভাল।

৪৩২ যত বেশী লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় ততই লাভের সম্ভাবনা।

৪৩৩ পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা মহাপাপ।

৪৩৪ ব্যবহারের দ্বারা মন্দ মানুষ ভাল হয়, ভাল মানুষও মন্দ হয়।

৪৩৫ দাসদাসীকে মাহিনা দিয়ে মাথা কিনে রেখেছি, আজকাল যিনি একথা মনে করেন তাঁকে ভুগতে হয়। মিষ্টি কথা ও সদয় ব্যবহারে বরং কেনা যায়।

৪৩৬ নিজের মনের ধোঁকা থাকতে পরকে লওয়াতে নাই, লওয়াতে পারাও যায় না।

৪৩৭ বাহুবল ও অর্থবলে পরকে জয় করা যায় কিন্তু স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তির দ্বারা পরকে আপনার করা যায়।

৪৩৮ পরের হৃদয় জয় করবার জন্য চাই হৃদয়।

৪৩৯ অপরকে ছোট করে কেহ বড় হতে পারে না।

৪৪০ আঘাতের বেদনা প্রত্যাঘাতে উপশম হয় না।

৪৪১ যে যুক্তি তর্ক মানতে চায় না তার সঙ্গে ঘর করা বা কারবার করা কঠিন।

৪৪২ সংসারে অপরের সাহায্য নিতেই হয়, যথেষ্ট মূল্য না দিয়ে লওয়ায় লাভ অপেক্ষা লোকসান অনেক বেশী।

৪৪৩ পরার্থ আত্মত্যাগের সুখ অনির্ব্বচনীয়।

৪৪৪ পরের জন্য কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্য-সাপেক্ষ।

অজ্ঞতা, হীনতা, অদূরদর্শিতা

৪৪৫ অজ্ঞতাই সবচেয়ে পাপ।

৪৪৬ অনেক সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাও দূরদর্শিতার অভাবে সময় সময় কার্য্যকালে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে থাকে।

৪৪৭ নীচতা, দুর্ব্বলতা চেষ্টা করে লুকিয়ে রাখা যায় না।

বিশ্বাস, অবিশ্বাস

৪৪৮ অজানা লোককে বিশ্বাস করতে না পারলেই তাকে অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

৪৪৯ পূর্ব্বে না বুঝে না জেনে অপরের উপর বিশ্বাস স্থাপনে অনেক সময় যেমন ক্ষতি হয়, তেমনই তাকে অবজ্ঞা বা হেয় মনে করাতেও পরে অনেক সময় ঠকতে হয়। বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায় যেমন ঠকতে হয়, সুপাত্রকে অবিশ্বাস করলেও তেমনি ঠকতে হয়।

৪৫০ যে সংসারে বিশ্বাসের অভাব সেখানে শান্তির প্রত্যাশা নাই।

৪৫১ বিশ্বাস দ্বারা মানুষকে বিশ্বাসী করা যায়।

৪৫২ আত্মবিশ্বাসী না হলে অন্যের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না।

৪৫৩ বিশেষ না জেনে বিশ্বাস করা যেমন উচিত নয়, তেমনই অকারণ কাকেও অবিশ্বাস করাও ঠিক নয়। কিছু না জানা থাকলে কাকেও মন্দ বলে মনে করার চেয়ে ভাল মনে করাই ভাল।

৪৫৪ যা নিজের বুঝবার বা ভাবনার অতীত, তা অনেকেই বিশ্বাস করে না। শিক্ষিতাভিমানী লোকের মধ্যেও এ দোষটা বেশী দেখা যায়।

৪৫৫ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের মধ্যে সম্বন্ধ নিকট।

৪৫৬ যার প্রতি বিশ্বাস চলে যায় তার প্রায় সকল কথা ও কাজেই সন্দেহ হয়।

৪৫৭ ধর্ম্ম ও জটিল বিষয়ে তর্ক করা অপেক্ষা পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকেদের কথা গ্রহণ করাই ভাল।

কার্য্যের কারণ, ফল, সিদ্ধান্ত

৪৫৮ সময় সময় দেখা যায় যাঁর দ্বারা যে কাজ হ'তে পারে তিনি সে কাজ করেন না। যিনি বা যাঁরা করতে যান প্রায়ই তাঁরা সে কাজের অযোগ্য।

৪৫৯ সমাজ ও সংসারে কে কি করিল ইহাই প্রায় দেখে, কেন করিল তা প্রায় দেখে না বা দেখবার সুযোগ হয় না।

৪৬০ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার বা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে সে বিষয়ের সবটা জানা বা আয়ত্ত করা দরকার। না হলে অনেক সময় পরে ঠকতে হয়।

৪৬১ নিজ করণীয় কর্ম্মের ফল দেখবার জন্য যেমন আগ্রহ করা ঠিক নয়, কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই দরকার,

সেইমত অপরের কর্ম্মের ফল দেখতে পেলে তার কারণ জানবার আগ্রহ রাখার কোন দরকার নাই। কর্ম্ম দেখে যাওয়াই ভাল।

৪৬২ অন্যের ব্যবহার মন্দ এই সিদ্ধান্ত করবার পূর্ব্বে নিজের দিকে চেয়ে দেখা দরকার।

৪৬৩ সিদ্ধান্তের জন্য যতটা পারা যায় সময় দেওয়া দরকার।

স্বার্থ, পরার্থপরতা

৪৬৪ যাঁহাদের যে স্বার্থ তা রাখতে পারলেই অনেক কর্ত্তব্য পালন করা হয়। সে স্বার্থ রক্ষা দোষের নয়।

৪৬৫ স্বার্থপরতাই প্রায় অধিকাংশ সাধারণ কাজে পথের অর্গল।

৪৬৬ পরোক্ষে বহু উপকারের আশা থাকলেও প্রত্যক্ষ অতি সামান্য স্বার্থহানি খুব কম লোকই সহিতে পারেন।

৪৬৭ ছোট স্বার্থ দেখতে গিয়ে অনেক সময় বড় স্বার্থকে আমরা হারিয়ে ফেলি।

৪৬৮ স্বার্থ নিতান্ত ব্যক্তিগত হ'লেই দোষের, নচেৎ জাতির, দেশের বা অপরের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা ধর্ম্ম।

৪৬৯ পরের জন্য যাঁর মন সর্ব্বদা চিন্তান্বিত থাকে, তিনি নিজের দিকে প্রায় উদাসীন থাকেন। যিনি নিজের জন্যই ব্যস্ত, তাঁর পরের কথা ভাব্‌বার সময় বড় থাকে না।

৪৭০ স্বার্থ—এই শব্দটা শুনেই যাকে শিহরিয়া উঠতে দেখা যায় তার কাছে একটু সাবধান হওয়া দরকার।

৪৭১ স্বামী স্ত্রীর স্বার্থ যেখানে বিভিন্ন সেখানে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটে।

৪৭২ স্বার্থ যা দৃশ্যমান সেখানে তত চিন্তা নাই। স্বার্থ মাত্রই যে দোষের তাও নয়, জগৎই স্বার্থময়। যেখানে কোন আবরণের, বিশেষ করে পরার্থের মধ্যে লুকান থাকে সেইখানেই চিন্তা।

৪৭৩ স্বার্থমূলক গোপন উদ্দেশ্য পশ্চাতে থাকলে তার ভাল কাজও সন্দেহজনক মনে হয়।

৪৭৪ সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের পার্থক্য যাঁর যত কম তিনি তত বড়।

৪৭৫ স্বার্থই সাধারণ লোকের কাছে সবচেয় বড়।

৪৭৬ যার যে বিষয়ে স্বার্থ আছে তার সে বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা বিবেচনাসাপেক্ষ।

৪৭৭ নিজ স্বার্থে সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকা দরকার হলেও পরের স্বার্থ ও সম্পদে কখন কুদৃষ্টি থাকা উচিত নয়।

৪৭৮ স্বার্থান্বেষী শুধু যে নিজে হীনতা দুর্ব্বলতার আশ্রয় লয় তা' নয়, হীন ও দুর্ব্বলকেও প্রলোভনের দ্বারা স্বকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে থাকে।

৪৭৯ যেখানে স্বার্থ বিভিন্ন সেখানে একযোগে কাজ করা অসম্ভব।

৪৮০ সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপর ব্যক্তির সাধারণের কাজে সাফল্যলাভ অসম্ভব।

৪৮১ যার ভিতরটা স্বার্থে ভরা, যার মনোবৃত্তি দাসভাবে পরিপূর্ণ তার কাছ থেকে দেশের কোন আশা ত থাকতেই পারে না বরং তার কাছে ভয় আছে।

৪৮২ যিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ আঁকড়ে থাকতে চান তাঁর পক্ষে সংসারসুখ সম্ভোগ দুরাশা।

৪৮৩ অপরের বা দেশের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করে যাকে লোকে সাধারণের অপেক্ষা একটু উপরের পদে তুলে রেখে দেয়, সে যদি তা না বুঝতে পারে, সে মন্দভাগ্য।

৪৮৪ সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, সমিতি এমনকি ক্রীড়াক্ষেত্র যেখানে দশ জনে মিলে কাজ, সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধা অন্বেষণে বিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত।

সুখ, দুঃখ, পীড়া, সম্পদ, বিপদ, জয়, পরাজয়, শুভ, অশুভ, সুন্দর, কুৎসিত

৪৮৫ সংসারে পরিজনবর্গকে অসুখে রেখে কখন কারও সাংসারিক জীবন সুখের হ'তে পারে না।

৪৮৬ দুঃখের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে প্রকৃত সুখের আস্বাদ ভোগ করা যায় না।

৪৮৭ যে দুঃখ অপরের কাছে প্রকাশ করা যায় না সে দুঃখ গুরুতর।

৪৮৮ দুঃখ কষ্টের জন্য সংসারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা দরকার।

৪৮৯ সংসারে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ দুঃখ আসতে না দেওয়া কারও হাত নয়। দুঃখ ঝেড়ে ফেলতে অভ্যাস করাই বিজ্ঞের কাজ।

৪৯০ যে বিপদে মানুষের হাত নাই তার জন্য হা-হুতাশ বৃথা; সে অবস্থায় তখনকার যা কর্ত্তব্য তাতে মনোনিবেশ করাই ভাল।

৪৯১ বিপদ কখন আসবে ঠিক নাই, সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা দরকার।

৪৯২ সম্পদের দিনে আত্মহারা হওয়া ঠিক নয়।

৪৯৩ নিজে যাতে কষ্ট পাই অপরেও যে তাতে তেমনই কষ্ট পেতে পারেন, সেটা আমরা অনেক সময় মনে রাখি না।

৪৯৪ নিশ্চিন্ততাই সুখ।

৪৯৫ শক্তিমানকে জয় করেও সাবধানে থাকতে হয়।

৪৯৬ শত্রুকে জয় করা অপেক্ষা তার সঙ্গে সন্ধি করা ভাল।

৪৯৭ দুঃখের পর যে সুখ সে বড় মধুর।

৪৯৮ শুভ মুহূর্ত্ত কখন আসে ঠিক নাই।

৪৯৯ আকাঙ্ক্ষিত জিনিষ পাবার পূর্ব্বে যেরূপ সুন্দর অনুমিত হয়, পরে অনেক সময় দেখা যায় তা নয়।

৫০০ সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।

৫০১ দূর থেকে অনেক জিনিষই দেখতে সুন্দর।

৫০২ সুন্দর রূপ ভগবানের বিশেষ দান।

৫০৩ বাঞ্ছিত অপেক্ষা প্রিয় ও সুন্দর কেহই নয়।

৫০৪ গুণহীন সৌন্দর্য্য আর সৌরভহীন ফুল প্রায় সমান।

৫০৫ সত্য চিরদিনই সুন্দর।

৫০৬ একজনের আনন্দ উৎসব সন্তপ্তমনা অপরের অতৃপ্তি ও দুঃখের কারণও হতে পারে।

শত্রু, মিত্র, উচ্চ, নীচ

৫০৭ লুক্কায়িত ছোট শত্রু অপেক্ষা প্রকাশ্য প্রবল শত্রুও ভাল।

৫০৮ যে পরকে কোন ভাল কাজে বাধা দেয় সে জগতের শত্রু।

৫০৯ খোসামুদের চেয়ে বড় শত্রু কম আছে, সে যে শুধু দোষ দেখতে দেয় না তা নয়, দোষকেও অনেক সময় গুণে দাঁড় করায়।

৫১০ মিত্র, হিতৈষী এঁদের চেনা যায় দরকারে।

৫১১ বন্ধুত্বের পথে একটি ছোট কাঁটাও পড়ে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

৫১২ বন্ধুর পরিচয় সময়ে নয় অসময়ে।

৫১৩ যার হিতের জন্য দিনরাত ভেবে মরে, দেখা যায় অনেক সময় সেই তাকে শত্রু ভাবে।

৫১৪ আক্কেল যার কাছ থেকে পাওয়া যায়, সে যেই হোক, সে বন্ধু।

৫১৫ নিতান্ত কুগ্রহ ভিন্ন কেহ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহানুভূতি হারায় না।

৫১৬ শত বন্ধু থাকলেও এক শত্রুতে জীবন বিষময় করে তুলতে পারে।

৫১৭ শত্রুনিধনের জন্য রক্ষিত বিষ সময় সময় শিশুপুত্রের প্রাণহানির কারণ হতেও দেখা যায়।

৫১৮ যে বড় তারই বেশী শত্রু।

৫১৯ দেহ ও মনের মধ্যে যে শত্রুর বাস সে ভয়াবহ।

৫২০ ইতরকে আলগা দিলে পরিণামে ভুগতে হয়।

৫২১ যে কুঁড়ে তার শত্রু অনেক।

প্রশংসা, নিন্দা, অভিমান, অহঙ্কার, অনুশোচনা, ভ্রান্তি

৫২২ প্রশংসায় প্রীত হয় না এমন লোক অতি বিরল।

৫২৩ উচ্চ প্রশংসা লোককে বিভ্রান্ত করে, অনেকের মনে বিষের ক্রিয়া করে।

৫২৪ যে লোক অযাচিতভাবে প্রশংসা করে, তার কাছে সাবধান হওয়াই ভাল।

৫২৫ দায়িত্বের অংশ ল'বার জন্য বড় কাকেও পাওয়া যায় না, প্রশংসার অংশ লবার জন্য অনেককে পাওয়া যায়।

৫২৬ অভিমানে সময় সময় কাজ হয়, কিন্তু ঠিক জায়গায় প্রয়োগ বিবেচনাসাপেক্ষ।

৫২৭ অর্থ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা এসব যাবার পরও অভিমান থাকে। থাকে শান্তির জন্য নয়, জ্বালা দিবার জন্য।

৫২৮ সময়ে সকলে সব বুঝে না, করে না। এসব ঠিকমত হ'লে অনুতাপ জিনিষটা কমে যেত।

৫২৯ অভিমানের দ্বারা সময় সময় কাজ পাওয়া গেলেও ক্ষতিই অনেক সময় হয়।

৫৩০ অহঙ্কার সবই সমান, তা ধনেরই হোক্, বিদ্যারই হোক্ আর ত্যাগেরই হোক্।

৫৩১ চেষ্টার দ্বারা কারও সুনাম যত না প্রচার করা যায়, কুনাম প্রচার করা তার চেয়ে সহজ।

৫৩২ অভিমানের জ্বালা হতে মুক্ত হওয়ার পক্ষে নিজের হাত কম।

৫৩৩ যার উপর অভিমান তার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হলেও তা যায় না।

৫৩৪ যে সংসারী মানুষের অভিমান করবার কেহ নাই সে দুর্ভাগা।

৫৩৫ অভিমান ও অহঙ্কার শক্তিহীনের পক্ষে অভিশাপ।

৫৩৬ বার্দ্ধক্যে অনুশোচনা যাঁর জন্য অপেক্ষা করে না তাঁর জীবনই সার্থক। তিনি মহৎ।

৫৩৭ দুর্ব্বলের অভিমান বেশী।

৫৩৮ প্রার্থনা, ভিক্ষা এবং ক্রোধ, অভিমান একসঙ্গে চলে না।

৫৩৯ আত্মাভিমান অনেক সময় পীড়ার কারণ হয়।

৫৪০ পেশাদার গুরু অভিমান নিয়ে বসে থাকলে অনেক সময় ঠকতে হয়।

৫৪১ দেখা যায়, যে প্রশংসা পাবার জন্য লালায়িত, তার তা পাবার যোগ্যতা প্রায় থাকে না।

৫৪২ নিজের বুঝবার ভুল হতে পারে এ কথা খুব কম লোকেরই মনে হয়।

৫৪৩ নিজের প্রশংসার কথা শুনতে অনেকেই ভালবাসেন, বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে অনেকে আত্মপ্রশংসা করতেও ইতস্ততঃ করেন না।

৫৪৪ খ্যাতি অনেকেরই প্রার্থনার জিনিষ, কিন্তু উহার পীড়ন সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকাও দরকার।

মন, হৃদয়, মনের শান্তি, অশান্তি

৫৪৫ মনকে প্রস্তুত করতে পারলে অনেক সময় অধীনতায় বড় কিছু এসে যায় না।

৫৪৬ যেমন সোনার পালঙ্কে শুয়ে সকল সম্পদের মধ্যে থেকেও একটী মশা একজন বীর পুরুষকেও বিশেষ বিব্রত করে, তেমনিই সকল সম্পদের মধ্যে থেকেও মনের ভিতর একটি ছোট কাঁটা ফুটে থাকলে মানুষকে বিশেষ অশান্তিতে রাখে।

৫৪৭ মনের অশান্তি পুষে রাখা বা টেনে আনা কারও কারও একটা স্বভাব আছে। যত রাখবার চেষ্টা করা যাবে ততই বাড়বার কারণ হবে।

৫৪৮ প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, পদমর্য্যাদা (বিশেষতঃ প্রভুত্বসম্পন্ন ব্যক্তির মন যদি উদারতাহীন হয় তা হ'লে) পদে পদে বিড়ম্বনামাত্র।

৫৪৯ ভাঙ্গা জিনিষ মেরামত ভিন্ন যেমন অব্যবহার্য্য হয়ে যায়, সংসারে মনের মধ্যে ভাঙ্গনও তেমনই অনুক্ষণ মেরামত ভিন্ন শান্তিহীন হয়ে পড়ে।

৫৫০ শিক্ষা ও জ্ঞানই ভগ্ন ও জখম মনকে মেরামত করবার উপাদান।

৫৫১ সন্দেহ ও অনুক্ষণ মতভেদের অপসারণ ব্যতিরেকে সাংসারিক লোকের শান্তি দুরাশা।

৫৫২ যে কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহীর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন অসন্তুষ্ট তাঁহার কোন শান্তি থাকতে পারে না।

৫৫৩ স্বাস্থ্য, চরিত্র, ধন, মান, নীরোগ সন্তান সন্ততি, পুরুষের পক্ষে সাধ্বী স্ত্রী, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পবিত্রতম সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বামী থাকলেই যে তাঁদের জীবন শান্তিপূর্ণ হবে, এমন নিশ্চয়তা নাই।

৫৫৪ স্বাস্থ্য, সম্মান, সম্পদ, কলঙ্কহীন চরিত্র মানুষের পরম ধন হলেও সুখ শান্তির জন্য ইহাই যথেষ্ট নয়।

৫৫৫ শান্তি জোর করে কাকেও দেওয়া যায় না।

৫৫৬ মানুষের ভিতর ভাল ও মন্দ দুই-ই থাকে, অবস্থা-ভেদে বা পারিপার্শ্বিকতায় কোনটা ফোটে কোনটা ফোটে না।

৫৫৭ প্রভুত্বের মন প্রেম ভালবাসার পথকে বাধা-সঙ্কুল করে।

৫৫৮ কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের পক্ষে অপরের সহিত ব্যবহারে মনের শান্তি পাওয়া অনেক সময় দুর্ল্লভ।

৫৫৯ দুই মনিবের এক ভৃত্য অনেক সময় অশান্তির কারণ হয়।

৫৬০ সংসারে মিষ্ট কথার যেখানে অভাব সেখানে অশান্তি অনিবার্য্য।

৫৬১ সম্ভ্রম, প্রতিপত্তিতে অনেক কার্য্য সাধন হলেও সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালীর ভিতরের পরিচয় পাওয়া সব সময় সহজ নয়।

৫৬২ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিজেও যেমন অশান্তি ভোগ করে, সংসারের অপরেরও তেমনই অশান্তির কারণ হয়।

৫৬৩ অপরের মন দেখা যায় না, সুতরাং তার সম্বন্ধে অনুমান খুব সন্তর্পণেই করতে হয়।

৫৬৪ বার্দ্ধক্য বয়সে নয়, মনে।

৫৬৫ উর্ব্বর মন কখন অলস থাকে না।

৫৬৬ ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ শান্তি যার জন্য যেতে পারে এমন সব সুখ সম্ভোগ পরিবর্জ্জনীয়।

৫৬৭ সোনা-রূপার মত মনটাও দুঃখ-দুর্দ্দশায় পুড়ে পুড়ে কতকটা মলাশূন্য হয়।

৫৬৮ সংসারে শান্তি কামনা করতে হলে কথা, কাজ ও ভাবে কারও কোন আঘাত লাগতে না পারে সে বিষয় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার।

খোসামোদ, চাতুরী

৫৬৯ এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা প্রকৃত মন্দ লোকেরও প্রশংসা করতে ব্যস্ত; তাঁদের অনেকের ভিতরটা বড় সোজা থাকে না।

৫৭০ খোসামোদ বহু প্রকারের আছে।

৫৭১ খোসামোদ চায় অনেকেই।

৫৭২ ঝুটো চাটূক্তি অনেক বড় বড় মাথাকেও বিভ্রান্ত করে।

৫৭৩ চাটুকারের চেয়ে বড় শত্রু খুব কমই আছে।

৫৭৪ খোসামুদে বা মন যুগিয়ে যাকে চলতে হয় তার মত অভাগা কমই দেখা যায়।

৫৭৫ খোসামোদ যার মিষ্ট লাগে অনেক সময় তাকে পথভ্রান্ত হতে হয়।

৫৭৬ খোসামোদ যে করে আর খোসামোদ যে চায় মানুষ হিসাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী নয়।

৫৭৭ যার স্বভাব পরের মন যুগিয়ে কথা কওয়া তাকে বিশ্বাস করে বেশী কথা কওয়া ঠিক নয়।

৫৭৮ খুব বড় বৃত্তের পরিধির অংশবিশেষের বক্রতা যেমন স্থূল দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। সেইরূপ অতি চতুরের স্বার্থপ্রণোদিত চাতুরীও সোজা মানুষের কাছে সহজে ধরা পড়ে না।

৫৭৯ অনেকে নিজের হীনতা বা দুর্বলতার দোহাই দিয়ে হাসিমুখে অনেক সময় আপন কাজ গুছিয়ে নিয়ে নিজেকে চতুর মনে করে. কিন্তু সে চাতুরী বুদ্ধিমানের দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না।

৫৮০ অনুকরণও একপ্রকার খোসামোদ।

সময়, সময়োপযোগিতা, দীর্ঘসূত্রতা, ব্যস্ততা

সময় না এলে কিছুই হয় না।

৫৮২ সহস্র চেষ্টাতেও সময়কে আনা যায় না, আবার সময় যখন আসবার হয় তখন কোন চেষ্টারই দরকার হয় না।

৫৮৩ সময়ের চেয়ে দামি জিনিষ খুব কমই আছে।

৫৮৪ যখনকার যা তখন তাহাই করণীয়. ব্যবসা করতে অর্থে নিস্পৃহতা, বনে গিয়ে সংসারচিন্তা, ধর্ম্মকর্ম্মে বিষয়চিন্তা, এ সব ঠিক নয়।

৫৮৫ সকলেরই একটা সময় আছে, উহা চলে গেলে আর শত চেষ্টাতেও পাওয়া যায় না।

৫৮৬ সময়ে এক কথা, এক কাজ ও ত্যাগে যে কাজ হয়, অসময়ে বা পরে দশগুণ করেও হয়ত তা হয় না।

৫৮৭ সময়ে একটা ছোট কাজে অবহেলার ফলে পরে অনেক সময় বড় লোকসান সইতে হয়।

৫৮৮ পদ্ধতি ধরে চললে কম সময়ে কাজ হয়।

৫৮৯ দীর্ঘসূত্রতার চেয়ে ব্যস্ততা বরং ভাল, অবশ্য কখন কখন বিপরীতও দেখা যায়।

৫৯০ যা কিছু জানা আছে অযাচিতভাবে তা শোনাবার জন্য ব্যস্ততা ভাল নয়।

মানসিক বল, উৎসাহ, শক্তি, সাহস

৫৯১ মনের বল বেশী মূল্যবান হ'লেও শরীরের বলের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক।

৫৯২ ধার্ম্মিক দীন দরিদ্রের মনের বল অধার্ম্মিক রাজ-চক্রবর্ত্তীর চেয়েও বেশী।

৫৯৩ উৎসাহ একটি অতি দামি জিনিষ, উহা থাকলে অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়, উহার অভাবে সহজ কাজও কঠিন হয়। উৎসাহ অল্প পরিমাণে সৃষ্টিও করা যায়।

৫৯৪ নৈতিক শক্তি না থাকলে অতি বীরও দুর্ব্বল।

৫৯৫ অনেক বড় শক্তিও একটি ছোট সামান্য শক্তির অভাবে সময়ে নিষ্ফল হয়।

৫৯৬ অবস্থার দৈন্য সাধু ব্যক্তির মনের জোরকে সহজে নষ্ট করতে পারে না।

৫৯৭ বাহুবলে যা পেতে হয়, ভিক্ষায় এমন কি প্রেম ভক্তির দ্বারাও তা লাভ করা যায় না।

৫৯৮ সাহস সাফল্যের প্রধান সহচর।

৫৯৯ দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া অতিক্রম যে না করেচে তার শক্তির ঠিকমত পরিমাপ করা সুকঠিন।

৬০০ শক্তিমান ও খ্যাতিপন্নের সংযম ও সাবধানতার আবশ্যক অধিক।

৬০১ সাহসই দুঃসাহসিক কার্য্য সাফল্যের মূল।

৬০২ মনের বলের মূল্য দেহের বলের অপেক্ষা বেশী।

৬০৩ বাধা না পেলে অনেক সময় শক্তির বিকাশ পায় না।

৬০৪ ধর্ম্ম ও নৈতিক বলই বড় বল।

৬০৫ নিজের শক্তি দিয়ে পরের ওজন দেখলে অনেক সময় ভুল হয়।

৬০৬ ক্ষমতা হাতে থাকলে সুযোগ করে লওয়া সহজ।

৬০৭ উদ্যমহীন মানুষের জীবন বিড়ম্বনামাত্র।

৬০৮ পরাধীন দেশে রাজশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় তাতে প্রজার শক্তি প্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৬০৯ যেখানে স্বামী স্ত্রীর কার্য্যে, স্ত্রী স্বামীর কার্য্যে, বা

যে কোনও কার্য্যে স্বজন বন্ধুদের উৎসাহ সহানুভূতির অভাব সেখানে কর্ম্মসাফল্যে বিলম্ব ঘটে।

প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ

৬১০ প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা অর্থবিনিময়ে বা বাহুবলে পাওয়া যায় না।

৬১১ দুঃখ অভিমান দেখিয়ে যথার্থ স্নেহ ভালবাসা, বা ভিক্ষা করে অথবা ক্রয় করে যথার্থ সম্মান পাওয়া যায় না, খেতাবলাভরূপ সম্মান হয় ত পাওয়া যায়।

৬১২ প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ও স্নেহের কাছে স্বাধীনতা অধীনতা নাই।

৬১৩ ভালবাসায় জীবজন্তুকেও জয় করা যায়, কিন্তু ভালবাসাহীন দান বা অনুগ্রহে মানুষকে কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধা গেলেও জয় করা যায় না।

৬১৪ স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, এমন কি অনুগ্রহ এ সবই কাম্য, কিন্তু ঘুষের বিনিময়ে নয়।

৬১৫ প্রকৃত স্নেহ ভালবাসার কাছে স্বার্থের স্থান নাই।

৬১৬ দৃশ্যমান জগতে মাতৃস্নেহের কোন তুলনা নাই।

৬১৭ অর্থে বা বাহুবলে যা না হয়, প্রেম ভক্তি ভালবাসায় ও স্নেহের দ্বারা তেমন কাজও সম্ভব হতে পারে।

৬১৮ প্রেমই একমাত্র বস্তু যাতে করে বিশ্ব জয় করা যায়।

৬১৯ প্রেম ভালবাসা হিসাব করে হয় না।

৬২০ প্রেমের কাছে ছোট, বড়, ইতর, মহৎ নাই।

৬২১ একই পাত্রে প্রেম ভালবাসা আর চাতুরী শঠতার স্থান হতে পারে না।

৬২২ প্রেমের পরশে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি সকল কলুষ দূরে যায়।

৬২৩ প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ এর মধ্যে কৃত্রিমতার স্থান নাই, যদি থাকে তবে তা স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছলনা।

প্রতিভা, মানবতা, সুনাম, দুর্নাম, দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য, অদৃষ্ট

৬২৪ প্রতিভার পরিচয় মানুষের জীবনকালেই পাওয়া যায়, কিন্তু মানবতা অনেক সময় ঠিকমত উপলব্ধি

হয় মৃত্যুর পর।

৬২৫ প্রতিভাহীন মানবতা এবং মানবতাহীন প্রতিভা এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়।

৬২৬ সুনাম অর্জ্জন করা কঠিন, রক্ষা করা আরও কঠিন।

৬২৭ প্রতিভা প্রায় চাপা থাকে না।

৬২৮ সুখভোগই জীবনের চরম কাম্য নয়, সুনামই কাম্য হওয়া উচিত।

৬২৯ সুখ দুঃখের শেষ হয় জীবনেরই সঙ্গে, সুনাম দুর্নাম কিন্তু মৃত্যুর পরও দীর্ঘস্থায়ী।

৬৩ যে দুর্ভাগ্য সহা যায় না, তাহাই বড় দুর্ভাগ্য।

৬৩১ চেষ্টা চাই, কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া এক পা চলবার উপায় নাই।

৬৩২ সৌভাগ্য বা সুসময় টেনে আনা যায় না।

৬৩৩ সুনাম মানুষের অমূল্য সম্পদ।

৬৩৪ মুহূর্ত্তের ভুলে আজন্ম অর্জ্জিত সুকৃতি, সুনাম নষ্ট হতে পারে।

৬৩৫ বৃদ্ধবয়সে যাঁকে অনুতাপ অনুশোচনায় ভুগতে না হয় তিনি সৌভাগ্যবান।

ইচ্ছা, আশক্তি, লালসা, বাসনা, সাধনা, সমন্বয়, বিনয়, বিদ্রূপ

৬৩৬ ভিতরের লুক্কায়িত আসক্তি অনেক সাধনা নষ্ট করে দেয়।

৬৩৭ কার্য্য সাধনের জন্য সহযোগিতা (co-operation) কথায়, মতে ও কাজে একটা দামী জিনিষ।

৬৩৮ বিশ্বাসের অভাবই সমন্বয় ঘটাবার পথে প্রধান বাধা।

৬৩৯ কোন কিছুর অভাবের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা ও সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ সত্ত্বেও কেহ একটা বড় দরকারী কাজ সমাধা করতে পারচে না, অন্যে তেমনই ইচ্ছা আগ্রহ থাকা ও সে অভাব না থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত-দের সামর্থ্য তাদের না থাকায় সেও তা পারচে না এ অনেক দেখা যায়। সমন্বয়ের অভাব হেতুই ইহা হয়ে থাকে।

৬৪০ যে লালসার কথা অপরকে প্রকাশ করে বলা যায় না সেটা ত্যাগ করাই শ্রেয়।

৬৪১ অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য চলে গেলেও সাধ বাসনা ছাড়তে চায় না।

৬৪২ বিনয়, সৌজন্যের এমন কিছু দাম নাই, কিন্তু তার দ্বারা কেনা যায় অনেক।

৬৪৩ কৃত্রিম বিনয় একপ্রকার গর্ব্বেরই মত।

৬৪৪ রহস্য বিদ্রূপে বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে।

৬৪৫ যা কল্পনা করতে পারা যায় না এমন সব বড় কাজও সমন্বয়ে হয়ে থাকে।

৬৪৬ সাধনায় দুষ্প্রাপ্য বস্তুও পাওয়া যায়।

পুরুষ, নারী, মাতা, পিতা, স্বামী স্ত্রী

৬৪৭ সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মায়ের দায়িত্বের তুলনা নাই।

৬৪৮ স্বামী-স্ত্রীর গৌরব যে স্ত্রী ও স্বামীকে গৌরবান্বিত করে না সে দম্পতীর জীবন সুখের নয়।

৬৪৯ মাতৃরূপে নারীর জগতে তুলনা নাই।

৬৫০ নারী যত আপনার বুঝে পুরুষ তত নয়।

৬৫১ যদি স্বার্থশূন্য সম্পর্ক পৃথিবীতে কিছু থাকে তবে তা সন্তানের সহিত মায়ের সম্পর্ক।

৬৫২ সংসারে নারীর ক্ষমতা অসীম।

৬৫৩ স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থের মধ্যে যেখানে যত পার্থক্য সেখানে অন্তরের মধ্যেও ব্যবধান তত বেশী।

৬৫৪ আমাদের বিধবাদের ত্যাগের তুলনা নাই।

৬৫৫ সাধ্বী নারী মাত্রেই যে সংসারে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হবেন এমন কোন কথা নাই।

৬৫৬ নারী দেবীত্বের দাবী করবার যতটা অধিকারী পুরুষ দেবত্বের দাবী করবার ততটা অধিকারী নয়।

৬৫৭ আমাদের সংসারে নারী নারী-দ্বারা যতটা নির্য্যাতিতা হন পুরুষের দ্বারা ততটা নয়।

৬৫৮ নারীর প্রাপ্য বা যোগ্য ব্যবহার অনেক সময়ই কার্য্যতঃ তাঁরা পুরুষের কাছ থেকে পান না।

৬৫৯ স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ নাটক উপন্যাসে যতটা ফুটছে বাস্তবে যেন ততটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

৬৬০ হিংসা হতে উদ্ভূত সাংসারিক জীবনে যত কিছু অনর্থ ঘটে থাকে তন্মধ্যে শাশুড়ী-বধূর সংঘর্ষ অতি মর্ম্মান্তিক।

৬৬১ নারী নীরবে যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে পুরুষ তা পারে না।

৬৬২ এমন নারীও দেখা যায় যিনি স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষায় কোন যত্ন না নিলেও, এমন কি স্বামীকে হতাদর করলেও, হাতের লোহা ও সীমন্তের সিন্দূরের গর্ব্বে সর্ব্বদা গর্ব্বিতা।

বিবিধ

৬৬৩ বিদ্রূপ, রসিকতা প্রভৃতির প্রয়োগে খুব সাবধানতার আবশ্যক। অনেক সময় উহাতে বিপরীত ফল হয়।

৬৬৪ দাস-দাসীর আচরণ ও তাদের দোষ দেখবার সময় আমাদের তাদের সম্বন্ধে যে দোষ তা আমরা

অনেকেই ভাবি না।

৬৬৫ যা কখন দেখিনি বা শুনিনি বা ভাবিনি বা ভাবতে জানি না তা যে হ'তে পারে বা হওয়া সম্ভব, বা যা চিরকাল একভাবে চলে আসচে তার ব্যতিক্রম হ'তে পারে, এ ভাবনা অনেকে মনে আনতেই পারেন না। এটা বোধ হয় আমাদের একটা জাতীয় দুর্ব্বলতা।

৬৬৬ বসে বসে স্বপনের সৃষ্টি করতে চেষ্টা না করাই ভাল।

৬৬৭ দু'দিক বজায় রেখে চলতে পারলে মন্দ নয়, কিন্তু তা হয় না ; অনেক সময় সে চেষ্টায় ক্ষতিই হয়।

৬৬৮ যা আমাদের, আমাদের পক্ষে তাই সবচেয়ে ভাল।

৬৬৯ স্বার্থপর সংসারীর চেয়ে স্বার্থপর ভণ্ড ত্যাগী ভয়ানক।

৬৭০ খাদই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়, খাঁটি সোনা ঠিকই থাকে। যার ভিতরে গলদ নাই তার কোথাও ভয় নাই।

৬৭১ যত বেশী লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় ততই উপকার।

৬৭২ নিজের ভিতরের অনেক কিছু আগে বয়কট না করতে পারলে বাহিরের কোন বয়কটের চেষ্টা

বিড়ম্বনামাত্র।

৬৭৩ একটা পর্দ্দার বাহিরে অনেকেই দেখতে পান না ও দেখতে চান না।

৬৭৪ যাঁদের কথা শুনে তাঁদের স্বাভাবিক স্বর বুঝতে পারা যায় না, তাঁদের বাহির দেখে ভিতরও ঠিক করা যায় না।

৬৭৫ যাদের কথায় ও ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা লক্ষ্য হয় তাদের ভিতরটা ভাল নয় বুঝতে হবে।

৬৭৬ আয়াসলব্ধ অকিঞ্চিৎকর জিনিষকে আমরা যে যত্ন করে থাকি, সহজলভ্য রত্নকেও অনেক সময় তা করি না।

৬৭৭ নিজেকে বেশী চতুর যাঁরা মনে করেন তাঁদের মধ্যেই ঠকেন বেশী লোক।

৬৭৮ কে ছোট কে বড় তার নির্ণয় খুব সহজ কাজ নয়।

৬৭৯ চোর ধরবার চেষ্টার চেয়ে চুরি যাতে না করতে পারে সেই ব্যবস্থাই ভাল।

৬৮০ বিনয়ের আধিক্য যেথানে আতিশয্যকে ছাপিয়ে উঠে

সেখানে একটু সতর্ক থাকা ভাল।

৬৮১ বিশ্বাসঘাতকতা বা চৌর্য্যলব্ধ অর্থে দেবপূজাও অপকর্ম্ম।

৬৮২ প্রত্যাশীর প্রার্থনা পূরণ করতে না পারলে, না পারার কারণ বুঝাতে চেষ্টা না করাই অনেক সময় ভাল।

৬৮৩ অতিরিক্ত আদর আপ্যায়ন বা লৌকিকতা অনেক সময় অসুবিধার কারণ হয়।

৬৮৪ বদ্ধমূল ধারণাকে ভুল বুঝলেও মাথা থেকে দূর করা কঠিন।

৬৮৫ যা পাওয়া যায় তাই লাভ এ নীতি সর্ব্বক্ষেত্রেই যে ইষ্টসাধক তা নয়।

৬৮৬ মানুষের বল, বুদ্ধি, মনের দৃঢ়তা সবই অবস্থার অধীন।

৬৮৭ নিজের মাপকাঠিতে দেখি ও বিচার করি ব'লে অনেক সময় অনেক বড় বিষয়ের আমরা ধারণাই করতে পারি না।

৬৮৮ যা সহস্রের পক্ষে বা সহস্র স্থলে অসম্ভব তা একের

পক্ষে বা এক স্থলে সম্ভব হওয়া বিচিত্র নয়।

৬৮৯ সুযোগের অপেক্ষায় ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা অপেক্ষা অসুবিধা সত্ত্বেও অবিলম্বে পরিশোধ সম্ভবপর হলে তাই করাই শ্রেয়।

৬৯০ অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বড় শিক্ষক।

৬৯১ উকিল, মোক্তার, দালাল, ঘটক প্রভৃতিদের যাঁরা মনে করেন বেশী কইয়ে বলিয়ে হওয়াটাই তাঁদের দরকার, সেটা তাঁদের ভুল।

৬৯২ যুগধর্ম্মে এখন মেকিই চলচে, আসলের স্থান কতকটা লোকচক্ষুর বাইরে।

৬৯৩ ব্যবসায়, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজ, শিক্ষা এসবকে কোন সীমার গণ্ডি বেঁধে রাখতে পারে না।

৬৯৪ হাতী দঁকে পড়লে আর উঠতে পারে না।

৬৯৫ আন্তরিকতাশূন্য সুমিষ্ট সহানুভূতিসূচক বাক্য অপেক্ষা সুস্পষ্ট কর্কশ ভাষণও ভাল।

৬৯৬ প্রোপাগ্যাণ্ডায় নয়কে হয়, হয়কে নয় করা যায়।

৬৯৭ চাকচিক্যের মধ্যেও কিছু না থাকতে পারে এবং

চাকচিক্য না থাকলেও তার মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে।

৬৯৮ বাধ্য হয়ে যা করতে হয় তার পূর্ব্বে আপন হতে করতে পারলে তাতে অনেক সময় ফল ভালই হয়।

৬৯৯ ধাত না জেনে রহস্য করায় ফল সময় সময় বিপরীতও হয়ে থাকে।

৭০০ দাঁড়িপাল্লার একদিক ভারি হলে অপর দিক উঠতে বাধ্য একথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার।

৭০১ সন্দেহ সুপ্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত তা মনে রেখে সাবধানমাত্র হওয়া ছাড়া বেশী অগ্রসর হওয়ায় সময় সময় আর একটু ভুল করা হয়।

৭০২ একদিন যা হতে রক্ষা পাওয়া যায়, অন্যদিন তাহাই সংহারের হেতু হতেও দেখা যায়।

৭০৩ দীনের দৈন্য ভিক্ষায় ঘুচে না।

৭০৪ লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে উপলক্ষকে যে আদর করে তাকে বিড়ম্বনা সইতে হয়।

৭০৫ যে নিঃস্ব তার পক্ষে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যত সহজ

যার আছে তার পক্ষে তত নয়।

৭০৬ যে খাঁটি, মিথ্যা অপমান লাঞ্ছনা তাকে বিচলিত করতে পারে না।

৭০৭ ঘরের কুৎসা বাহিরে প্রকাশ না হতে দেওয়াই ভাল।

৭০৮ যে সয় তাকেই সইতে হয়।

৭০৯ অবহেলা, অবজ্ঞা, শ্লেষ অনেক ক্ষেত্রে হতাদর এমন কি ভর্ৎসনা অপেক্ষাও তীব্র অনুমিত হয়।

৭১০ যেখানে অস্পষ্টতা, যেখানে সহজ জিনিষও বুঝতে জটিল ঠেকে, সেখানে অনুসন্ধান আবশ্যক।

৭১১ বড়-ছোটর মাপ শুধু দান-ধ্যান বা পাণ্ডিত্য থেকেই ঠিক করা যায় না।

৭১২ যৌবন বিষম কাল, যিনি একে আয়ত্তে রেখে এর সদ্ব্যবহার করতে পারেন তিনিই ধন্য।

৭১৩ ক্ষুদ্রমাত্রই তুচ্ছ নয়।

৭১৪ প্রাণী ও উদ্ভিদের ন্যায় সবেরই বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আছে।

৭১৫ কোন কিছু করবার পূর্ব্বেই যা কিছু ভাবা দরকার, আর যতটা পারা যায় অপেক্ষা করে দেখাই ভাল।

৭১৬ যাঁদের মনোবৃত্তি সাধারণ হতে কিছু বিভিন্ন, তাঁরা অনেক সময় সাধারণের কাছ থেকে সুবিচার পান না।

৭১৭ বহুক্ষেত্রে দেখা যায় উপরি পাওনা স্থলে যে দরদ, যথার্থ প্রতিপালকের প্রতি সে দরদ নেই

৭১৮ এখন যখন মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, তখন সকল পুত্রবধূই যে ঘরে এসে আপন সত্তা ভুলে গিয়ে সকল বিষয় খাপ খাইয়ে সংসারের একজন হয়ে যাবেন, এ আশা যিনি করেন তাঁকে নিরাশ হতে হবে।

৭১৯ সঞ্চয়ই সঞ্চয়ের নেশা বাড়িয়ে দেয়।

৭২০ ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁর প্রতি প্রসন্ন, শত্রুপক্ষ ছাড়া আর সকলেরই প্রসন্নতা তিনি পেয়ে থাকেন।

৭২১ দেশের গৌরব দেশের সাধারণ লোকের উপর নির্ভর করে।

৭২২ যে অপরাধী সন্দেহের গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ল তার আর নিস্তার নাই।

৭২৩ টুপি চার পয়সার হলেও তার স্থান মাথার উপর। আর জুতা কুড়ি টাকার হলেও থাকে পায়ের তলায়।

৭২৪ প্রজার হৃদয়-সিংহাসনে যে রাজার আসন, রত্নালঙ্কার-খচিত সিংহাসন তার তুলনায় তুচ্ছ।

৭২৫ ভাষা চিন্তার বহিরাবরণ।

৭২৬ সচেষ্ট পরিশ্রম বিফল হয় না।

৭২৭ যিনি সকলের আনন্দের হেতু তাঁর জীবন সার্থক।

৭২৮ অনেক পাপীই খরগোসবৃত্তি অবলম্বন করে কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয় না।

৭২৯ সৎসঙ্গলাভ হওয়া ভাগ্যের কথা।

৭৩০ অনুকরণ দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক।

৭৩১ কাম্য বস্তুকে লাভ করার পর উহার পাবার পথে যদি পঙ্কিলতাও কিছু থাকে, তাকে আর কেহ বড় গণনার মধ্যে আনে না।

৭৩২ আগ্রহশীলকে বাধা দমাতে পারে না।

৭৩৩ কুচিন্তা হতে মুক্ত যিনি তিনি ভগবানের অনুগৃহীত।

৭৩৪ ছোট কথা ও টোটকা ঔষধ মাত্রই অবজ্ঞার নয়।

৭৩৫ শপথ করা ভাল লোকের কাজ নয়।

৭৩৬ পাত্র-পাত্রীর পছন্দমতে বিবাহে অভিভাবকের দায়িত্ব আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও তাঁদের পছন্দর চেয়ে ফল প্রায় ভাল হয় না।

৭৩৭ বাহিরের সাজ-পোষাক দরকার সাধারণতঃ প্রায় সকল মানুষের সকল অবস্থাতেই, রুচি, অবস্থা, দেশ ও সময়ভেদে কেবল প্রভেদ দেখা যায় এই মাত্র।

৭৩৮ বেকারভাবে বহু লোককে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, কিন্তু কাজের লোক তার মধ্যে খুঁজলে খুব কমই পাওয়া যায়।

৭৩৯ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতেই আনন্দ অধিক।

৭৪০ বিশ্রাম আবশ্যকের অতিরিক্ত হলে অনেকের কষ্টের কারণ হয়।

৭৪১ আমাদের সমাজে বা দৈনন্দিন জীবনে কালের প্রভাবে যে সব সংস্কার আবশ্যক বা অনিবার্য্য হয়, তা যুক্তি করে অচিরে ব্যবস্থা করে না নিলে সময়

সময় অনেক বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার সঙ্গে তা আপন পথ করে লয়।

৭৪২ একমাত্র স্বপ্নেই বহু অননুভূত, অজ্ঞাত ও অপূর্ব্ব অনুভূতি পাওয়া যায়।

৭৪৩ অতি তুচ্ছ জিনিষকেও যত্ন করে রেখে দিলে সময়ে কাজে লাগে।

৭৪৪ ছলনার দ্বারা নিজকার্য্য সিদ্ধি করে লওয়া আর বিশ্বাসঘাতকতা করা প্রায় সমশ্রেণীর।

৭৪৫ সেবা করা ও সুখী করা ঠিক এককথা সব সময় নাও হতে পারে। কাকেও সুখী করতে হলে তার অসুখ কি বা কিসে সুখী হতে পারে তা জেনে প্রতিকার চেষ্টা করাই দরকার।

৭৪৬ যে সব সভাসমিতিতে কোন বিষয়ের শেষ মীমাংসার জন্য সভাপতির চরম অস্ত্র প্রয়োগের আবশ্যক হয়ে থাকে, সে সব সমিতির পরিণাম প্রায় নৈরাশ্যজনক হতে পারে।

৭৪৭ রাজনীতিতে ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ এ সব ঠিক থাকে না।

৭৪৮ রিপুর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে মানুষ কতটা নেবে যায় সে তখন বুঝতে পারে না।

৭৪৯ পিঠে কুলা বাঁধা, কানে তুলা দেওয়া নীতি ধরে অনেক দুর্নীতিপরায়ণ লোককে স্বকার্য্য সাধন করতে দেখা যায়।

৭৫০ দুঃখ ও অভিমানে ক্ষমতা ও অধিকার পরিত্যাগ করলে শুধু স্বার্থান্বেষীদের প্রশ্রয় দেওয়া নয় তাহার পুনরুদ্ধার সহজ হয় না।

৭৫১ একটা কথা আছে, রূপিয়া মে রূপিয়া খিঁচতা। ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাই, ক্ষমতা যার হাতে আছে অপর ক্ষমতা করায়ত্ত করা তার পক্ষে সহজ, তা কৌশলেই হোক আর সহজভাবেই হোক।

৭৫২ অজ্ঞতা দূর হতে পারে এমন সব উপদেশ যে মূর্খ গ্রহণ করতে না পারে তার আর অন্য ঔষধ নাই।

৭৫৩ অন্যায় বুঝেও যাকে সহ্য করতে হয় সে মন্দভাগ্য।

৭৫৪ অভাব মানুষকে হীন করে দেয়।

৭৫৫ অনেক শিক্ষিত লোককেও দেখা যায় নিজের ত্রুটি

দেখতে পান না।

৭৫৬ বরাত যখন ভাঙ্গে তখন সকল মতলবই ফেঁসে যায়।

৭৫৭ দূরদর্শন জাগতিক সকল বিষয়েই দরকার।

৭৫৮ যে ব্যক্তি কোন কাজ করতে অগ্রসর হয় ত্রুটি বিচ্যুতি তারই ঘটা সম্ভব।

৭৫৯ যার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তার সাফল্যের পথে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারে না।

৭৬০ নূতন কোন বিশেষ কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে যতটা পারা যায় অগ্রপশ্চাৎ ভাবা দরকার।

৭৬১ যার ভিতরের পরিচয় কিছু জানা নাই চেহারা বা বেশের মলিনত্ব থেকে তার সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করায় অনেক সময় ভুল করা হয়।

৭৬২ যা সত্য এবং স্বাভাবিক তাকে স্থায়িভাবে দাবিয়ে রাখা যায় না।

৭৬৩ নিজের বিষয়ে বোকা এমন লোক খুব কমই দেখা যায়।

৭৬৪ আত্মপক্ষসমর্থনে যথেষ্ট বলবার থাকলেও যার সে

সুযোগ নাই সে বড় মন্দভাগ্য।

৭৬৫ বার্দ্ধক্য শুধু জীব জন্তু উদ্ভিদের নয় পল্লী, জনপদ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান এ সবেরও মধ্যে দেখা যায়।

৭৬৬ সাংসারিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রিফু-কর্ম্ম ও চুনকাম অবিরাম দরকার।

৭৬৭ শুধু লঙ্ঘন ও বিশ্রামেই অনেক পীড়ার উপশম হয়।

৭৬৮ অর্থনাশের পর অর্থ আসতে পারে, হৃতমান হলে আর তা ফেরে না।

৭৬৯ যেখানে আগ্রহের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে একটু সাবধান হওয়াই ভাল।

৭৭০ মানুষের মনে মন্দটা যত সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে ভাল তত সহজে পারে না।

৭৭১ কোন দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শুধু সু-যুক্তিই যথেষ্ট নয়, সময় সময় তার পশ্চাতে অন্য শক্তিরও আবশ্যকতা থাকে।

৭৭২ কারও অধিকার হতে বঞ্চিত করা অন্যরূপ বঞ্চনার চেয়ে ছোট নয়।

৭৭৩ আনুকুল্য সাফল্যের একটা বড় সহায়। ইহার অভাবে তেল থাকতেও প্রদীপ নিভে যায়।

৭৭৪ ভদ্রলোক যদি বিশ্বাস হারাণ তবে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ শূণ্য হন।

৭৭৫ নিজেকে স্পষ্টবাদী, তেজস্বী, উচিৎবক্তা দেখান এ একটা স্বভাব কোন কোন লোকের মধ্যে দেখা যায়।

৭৭৬ যিনি খাঁটি, তিনি বোকা হন মূর্খ হন, তাঁর ত্রুটী বিচ্যুতি মার্জ্জনীয়ই হয়ে থাকে

৭৭৭ যা সত্য এবং স্বাভাবিক তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না।

৭৭৮ নিজগুণে অর্জ্জিত ও চাতুরী বা শঠতার দ্বারা সংগৃহীত ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য আছে।

৭৭৯ যেখানে অন্তঃসারের অভাব দেখা যায় সেইখানেই বহিচাকচিক্যের আধিক্য, আর যেখানে ভিতরে বস্তু থাকে সেখানে বাহিরে আড়ম্বর কম।

ভাবে উচিৎ অনোচিত ভাল মন্দ এসব জ্ঞান

শব্দ সূচী

অ

স